মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99
নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৬ বর্ষ ১০০ সংখ্যা	পুরুল্যা	১০ জুলাই, ২০২৪, বুধবার	২৫ আষাঢ়, ১৪৩১	দাম ৩ টাকা	মোট পৃষ্ঠা ৮
26 yr 100 Issue	Purulia	10 July, 2024, Wednesday	25 Ashar, 1431	Price- Rs.3.00	

১০ দিনের মধ্যে সব্জির দাম কমাতে হবে, নির্দেশ মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ ১০ দিনের মধ্যে সব্জির দামে নিয়ন্ত্রণ চান মমতা। বুধবার থেকেই পুলিশ-প্রশাসনকে বাজারে গিয়ে নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। টাস্ক ফোর্সকে প্রতি সপ্তাহে বৈঠকে বসারও নির্দেশ দিয়েছেন। বড়বাজারে চাল-ডালের পাইকারি এবং খুচরো দাম নিয়ন্ত্রণে রয়েছে কি না, মঙ্গলবারের বৈঠকে তা-ও জানতে চান মমতা। কৃষিপণ্যের দামবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর। তাঁর অভিযোগ, তিন মাস ধরে ভোট হয়েছে। নির্বাচনী বন্ডের টাকা তুলতেই সব্জির দাম বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্ন তোলেন মমতা। তেলাপিয়া মাছ নির্ভয়ে খাওয়ার কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবারের বৈঠকে মমতা জানান, চলতি বছরেই ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছে রাজ্য। মাছের ক্ষেত্রেও তা হবে না কেন, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছে সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি। জানতে চান, তেলাপিয়া মাছ খেলে সত্যিই কোনও রোগ বা শরীরে বিপরীত কোনও ক্রিয়া হতে পারে কি না। আধিকারিকেরা জানান, তেমন কিছুর প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তখন মমতা তেলাপিয়া মাছ খাওয়ার পরামর্শ দেন। 'জল ভরো, জল ধরো' প্রকল্পে কাটা পুকুরে তেলাপিয়া মাছ ছাড়ার কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, তেলাপিয়া মাছ নিয়ে যারা মিথ্যা খবর রটিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কেন পদক্ষেপ করা হয়নি? আলু কিংবা পেঁয়াজ অন্য রাজ্যে রফতানি করা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, "আগে আমাদের রাজ্যের চাহিদা মিটবে, তার পর অন্য রাজ্যে জিনিস যাবে।" প্রয়োজনে রাজ্যের সীমানায় নজরদারির নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর। বড় ব্যবসায়ীদের একাংশ হিমঘর বা কোল্ড স্টোরেজে আলু আটকে রাখছেন বলে অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন রাজ্যের হিমঘরগুলিতে বিপুল পরিমাণ আলু পড়ে রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবারের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মূল্যবৃদ্ধি রুখতে টাস্ক ফোর্স গঠন করেছিলাম। শেষ কবে তারা বৈঠকে বসেছে জানি না। যত দিন দাম না কমে, তত দিন বৈঠকে বসতে হবে। আমি মুখ্যসচিব, ডিজিকে নির্দেশ দিচ্ছি। কতটা দাম কমল, তা নিয়ে প্রতি সপ্তাহে আমি রিপোর্ট চাই। ১০ দিনের মধ্যে দাম কমাতেই হবে।" সব্জির দাম বাড়লেও কৃষকেরা কিছু পাচ্ছেন না। মুনাফা নিচ্ছেন মুনাফাখোরেরা। এমনটা মত মুখ্যমন্ত্রীর। পুলিশকে বাজারে নজরদারি চালানোর নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। স্থানীয় কৃষকদের কাছে পেঁয়াজ কিনতে বললেন মুখ্যমন্ত্রী।

'উধাও ওএমআর' তথ্য উদ্ধারে সিবিআই হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ টেটের উধাও হওয়া ওএমআরের তথ্যের খোঁজে আবার এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির দফতরে হাজির হল সিবিআই। তবে এ বার তারা তৃতীয় পক্ষ হিসাবে সঙ্গে নিল এক কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ এবং এক সাইবার বিশেষজ্ঞকে। গত শুক্রবারই সিবিআইকে একটি বিশেষ নির্দেশে কলকাতা হাই কোর্ট বলেছিল, ২০১৪ সালের টেটের ওএমআরশিটের তথ্য উদ্ধার করতে প্রয়োজনে তৃতীয় পক্ষের সাহায্য নিতে পারে সিবিআই। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা বলেছিলেন, সিবিআই যদি ওএমআর তথ্য উদ্ধারে অসমর্থ হয়, তবে তারা দেশের তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত প্রথম সারির সংস্থাগুলির থেকেও সাহায্য নিতে পারে। সেই নির্দেশের চার দিনের মধ্যেই তৃতীয় পক্ষ হিসাবে সিবিআইয়ের অধীনস্থ নয় এমন দুই বিশেষজ্ঞকে সঙ্গে নিয়ে এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির দফতরে হাজির হল সিবিআই। মঙ্গলবার দুপুরে ওই দুই বিশেষজ্ঞকে সঙ্গে নিয়ে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের ৫১৮ নম্বর বাড়িতে হাজির হন সিবিআই গোয়েন্দারা। সিবিআই সূত্রে খবর, সেখানে এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির কম্পিউটারে থাকা তথ্য খতিয়ে দেখে ২০১৪ সালের টেট পরীক্ষার ওএমআর শিটের তথ্য খুঁজে বার করার চেষ্টা করবেন বিশেষজ্ঞেরা। ২০১৪ সালের প্রাথমিক নিয়োগের পরীক্ষা বা টেটে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল, তার তদন্তের জন্য টেট-এর উত্তরপত্র বা ওএমআর শিটের তথ্য জরুরি। ওই তথ্য স্ক্যানিংয়ের দায়িত্বে ছিল এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানি নামের এক সংস্থা।

সন্ত্রাসবাদীদের হুঁশিয়ারি প্রতিরক্ষা সচিবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ কাঠুয়ায় সন্ত্রাস হামলায় পাঁচ সেনা জওয়ানের মৃত্যুর পর পাল্টা হুঙ্কার দিল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা সচিব গিরিধর আরামানে মঙ্গলবার বললেন, "এর প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বে ভারত। পাঁচ সেনার বলিদান বৃথা যাবে না।" সোমবার জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলার মাছেড়িতে ভারতীয় সেনার একটি টহলদার দলের উপর হামলা চালায় সন্ত্রাসবাদীরা। সেনাবাহিনীর একটি ট্রাকে জনা দশেক সেনা জওয়ান এলাকায় টহল দিতে বেরিয়েছিলেন। তাঁদের উপরেই গ্রেনেড হামলা করা হয়। চালানো হয় গুলিও। ওই হামলায় এক জুনিয়র কমিশনড অফিসার-সহ পাঁচ সেনাকর্মীর মৃত্যু হয়। জখম হন বাকিরাও। পরে ওই হামলার দায় স্বীকার করে পাকিস্তানের জইশ-ই-মহম্মদের ছায়া সংগঠন কাশ্মীর টাইগার। সেনাসূত্রে জানা গিয়েছিল, ওই হামলার পরই জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়েছিল সন্ত্রাসবাদীরা। মঙ্গলবার ওই হামলা প্রসঙ্গেই সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা সচিব। তিনি বলেন, "নিহত সেনা জওয়ানদের দেশ সেবার কথা দেশবাসী স্মরণে রাখবে। ওঁদের বলিদান বৃথা যেতে দেওয়া হবে না। এর প্রতিশোধ নেবে ভারত। এই হামলার নেপথ্যে যারা রয়েছে তাদের উচিত শিক্ষা দেবে।" সোমবার ওই হামলার ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে সন্ত্রাসবাদী বিরোধী অভিযানের কথা বলেছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহও। তিনি বলেছিলেন, "সন্ত্রাসবাদী দমন অভিযান চলছে"।

ফোন করে পদের টোপ দিয়েছেন কল্যাণ চৌবে!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ বাংলার চার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের কয়েক ঘণ্টা আগে আচমকাই বিজেপির বিরুদ্ধ 'বোমা' ফাটালেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। মঙ্গলবার তিনি জানালেন, ভোটে সাহায্য চেয়ে স্বয়ং বিজেপি প্রার্থী 'ঘুষের বিনিময়ে অন্তর্ঘাতের প্রস্তাব' দিয়েছেন তাঁকে। রাজ্যের বিধানসভা উপনির্বাচনের ঠিক তিন দিন আগে তাঁর কাছে ওই প্রস্তাব এসেছিল বলে জানিয়েছেন কুণাল। তৃণমূল নেতা বলেন, "গত ৭ জুলাই রাত সাড়ে ১১টার সময় আমাকে ফোন করেছিলেন মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী কল্যাণ চৌবে। তিনি আমাকে প্রস্তাব দেন, তাঁর হয়ে কাজ করলে রাজ্য বা জাতীয় স্তরে খেলার জগতে বড় পদ দেবেন।" ওই টেলিফোনিক কথোপকথনের একটি প্রামাণ্য অডিয়ো রেকর্ডিংও প্রকাশ করেছেন তৃণমূল নেতা। তার পরে কুণাল বলেন, "ভোটের প্রচারে পিছিয়ে রয়েছেন বুঝে বিজেপির প্রার্থী প্রলোভন দেখাচ্ছেন জয়ের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা তৃণমূলকে। প্রস্তাব দিচ্ছেন দলের সঙ্গে বেইমানি করার। এটাই বিজেপি। এমনই ওদের নোংরা মানসিকতা।" কুণালের আনা এই অভিযোগ যদিও সরাসরি অস্বীকার করেছেন কল্যাণ। তবে একই সঙ্গে তিনি মেনেও নিয়েছেন যে, কুণালের প্রকাশ করা অডিয়ো রেকর্ডিংয়ের কণ্ঠস্বর তাঁরই। কল্যাণ জানান, কুণালকে তিনি ফোন করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু যে রেকর্ডিং প্রকাশ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ নয় আংশিক। কল্যাণের এই বক্তব্যের অনতিবিলম্বেই অবশ্য কুণাল পাল্টা বলেন, "উনি বলেছেন আংশিক রেকর্ডিং। আমিও বলছি আংশিক। তবে কল্যাণ যদি চান, তবে ফোনের রিং বাজা থেকে ফোন রাখা পর্যন্ত রেকর্ডিং প্রকাশ করে দেব। যে রেকর্ডিংয়ের শেষে ক্ষমা চাইতেও শোনা গিয়েছে ওঁকে।" কুণাল এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করে লেখেন, "কল্যাণ চৌবের পুরো অডিও এক ঘন্টা পর। দেখবেন— ১। ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্যুতে ক্ষমা চেয়েছে। ২। আমার বিজেপি যোগের গল্প নিয়ে একটি শব্দ নেই। ৩। ভোটে সাহায্য চেয়ে বিনিময়ে পদ দেওয়ার কথা বলেছে। রাত আটটায় মিলিয়ে নেবেন।" কুণাল বনাম কল্যাণের এই বাগযুদ্ধ আলাদা মাত্রা পায় এর পরে।

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

'আমার মনে থাকা কথা'—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'সময়ের অবলোকন' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জনপথে অন্নদাতা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'দিশাহীন পথে' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'পরিবীক্ষণ' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'অন্বীক্ষা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

'শিকড়হীন বৃক্ষ'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'ঝুমুরের ঝংকার'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জল ও জীবন'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

যুক্তরাষ্ট্র কি এবার সুদ কমানোর পথে হাঁটবে!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ গত মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রে জিনিসপত্রের দাম বাড়েনি। সেবা খাতের ব্যয় সামান্য বাড়লেও পণ্যের দাম গত ছয় মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কমেছে, এতে সেবা খাতের মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। সার্বিক মূল্যস্ফীতি পরিমাপে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সূচক পার্সোনাল কনজাম্পশন এক্সপেনডিচার্স প্রাইজ ইনডেক্স (পিসিই) এপ্রিল মাসের তুলনায় মে মাসে বাড়েনি এবং গত বছরের মে মাসের তুলনায় সামান্য কমেছে। গত বছরের মে মাসে এই সূচকের মান ছিল ২ দশমিক ৭ শতাংশ; চলতি বছরের মে মাসে তা ২ দশমিক ৬ শতাংশে নেমে এসেছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের সংবাদে বলা হয়েছে, এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ নীতি সুদহার হ্রাসের কাছাকাছি চলে এসেছে। অর্থাৎ বছরের শেষভাগে ফেড নীতি সুদহার কমাবে বলে সংবাদে বলা হয়েছে। এর আগে এপ্রিল মাসে আগের মাস মার্চের তুলনায় পিসিই সূচক বেড়েছিল মাত্র শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ। এ নিয়ে গত ছয় মাসের মধ্যে এই সূচকের মান সবচেয়ে কমেছে। এ ছাড়া মে মাসে পণ্যের দাম শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ কমেছে; গত নভেম্বর মাসের পর যা সবচেয়ে বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ভোক্তাদের ব্যয় কিছুটা বেড়েছে। সেই সঙ্গে পণ্য ও সেবার উৎপাদন মূল্য গত ছয় মাসের মধ্যে সবচেয়ে কম হারে বেড়েছে। ফলে ফেডারেল রিজার্ভ যে অর্থনীতিকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল, তা অর্জনের আশা তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ নীতি সুদহার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা; একই সঙ্গে মন্দা এড়িয়ে বেকারত্বের হার নিয়ন্ত্রণে রাখা। সুদহার এখন ২৩ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ হলেও মার্কিন অর্থনীতি শক্তিশালী রয়েছে। অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, অংশত এর কারণ হলো, মহামারির সময় বাড়ির মালিকেরা যে অতি নিম্ন হারে সম্পত্তি বন্ধক রেখে পুনঃ অর্থায়নের সুবিধা পেয়েছিলেন, সেটা। ফেডারেল রিজার্ভ তখন বন্ধকি ঋণের সুদহার প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে এনেছিল। এ ছাড়া গত কয়েক বছরে মার্কিন নাগরিকদের আর্থিক ভিত্তি নানাভাবে শক্তিশালী হয়েছে, সে কারণে তাঁদের হাতে এখন সঞ্চয় আছে এবং খুব একটা ঋণ করতে হচ্ছে না। তবে সেই সঞ্চয় কমতে শুরু করেছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, মূল্যস্ফীতির চাপ সামগ্রিকভাবে কমতে শুরু করেছে। বছরের প্রথম তিন মাসে যেভাবে হঠাৎ করে মূল্যস্ফীতি বেড়ে গিয়েছিল, সেই পরিস্থিতি থেকে অনেকটা উত্তরণ হয়েছে। মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে যা হওয়া দরকার; এ ক্ষেত্রে ঠিক তা-ই হচ্ছে।

আয়ুষ্মান ভারতে বিমার অঙ্ক, গ্রাহক বৃদ্ধির ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ দেশের সমস্ত মানুষকে বিমার আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা করেছে মোদী সরকার। সেই উদ্দেশ্যে ২০১৮ সালে আয়ুষ্মান ভারত— প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা চালু করেছিল কেন্দ্র। যেখানে একটি পরিবার বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা পায়। কিন্তু ২০২১ সালে নীতি আয়োগের একটি রিপোর্টে জানানো হয়, এর পরেও বহু মানুষ স্বাস্থ্য বিমার বাইরে থেকে গিয়েছেন। অথচ দিনের পর দিন স্বাস্থ্য পরিষেবার খরচ বেড়ে চলেছে। এই অবস্থায় বিষয়টি নিয়ে সক্রিয় পদক্ষেপ করতে চাইছে সরকার। সূত্রের খবর, আগামী তিন বছরে আয়ুষ্মান ভারতের স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পের গ্রাহক সংখ্যা দ্বিগুণ করার কথা চিন্তাভাবনা করছে তারা। সে ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভাবে ৭০ বছরের উর্ধ্বে সমস্ত মানুষকে এই বিমার আওতায় নিয়ে আসা হবে। এই সংখ্যা ৪-৫ কোটি। এমনকি, চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে বিমার অঙ্ক ৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ লক্ষ টাকা করা যায় কি না, আলোচনা চলছে তা নিয়েও। নির্বাচনের আগে অন্তর্বর্তী বাজেটে সরকারি স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পটির বরাদ্দ বাড়িয়ে ৭২০০ কোটি টাকা করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। ১২ কোটি পরিবারকে তার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়। সরকারি সূত্রের খবর, এই সমস্ত পরিকল্পনার একাংশ ২৩ জুলাই পূর্ণাঙ্গ বাজেটে দেখা যেতে পারে। ন্যাশনাল হেলথ অথরিটির হিসাব, পুরো পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে রাজকোষে ১২,০৭৬ কোটি টাকার বাড়তি চাপ তৈরি হবে। বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিমা সংস্থার পরিষেবাকে এক ছাতার নীচে আনতে একটি অভিন্ন পোর্টাল তৈরির পরিকল্পনা করেছিল বিমা ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রক আইআরডিএআই এবং ন্যাশনাল হেল্‌থ অথরিটি (এনএইচএ)। সরকারি সূত্রের দাবি, আগামী দু'তিন মাসের মধ্যে ন্যাশনাল হেল্‌থ ক্লেম এক্সচেঞ্জ (এনএইচসিএক্স) নামে সেই পোর্টাল কাজ শুরু করতে চলেছে। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিমার দাবি এবং তার মীমাংসা করতে সুবিধা হবে বিমা সংস্থা, হাসপাতাল, টিপিএ-সহ সমস্ত পক্ষের। সংশ্লিষ্ট মহলের ব্যাখ্যা, এখন স্বাস্থ্য বিমা সংস্থাগুলির প্রত্যেকটিরই নিজস্ব পোর্টাল রয়েছে। কিন্তু হাসপাতাল বা গ্রাহকের পক্ষে আলাদা আলাদা পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজ করা রীতিমতো জটিল। সারা দেশে একটি অভিন্ন পদ্ধতি চালু হলে সেই সমস্যা মিটবে। গত বছর থেকে আইআরডিএআই এবং এনএইচএ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করে। ২০২৩ সালের জুনে আইআরডিএআই একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে সমস্ত বিমা সংস্থাকে এনএইচসিএক্স পোর্টালে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেয়। সূত্রের দাবি, ইতিমধ্যে অন্তত ১০টি সংস্থা সেখানে নথিভুক্ত হয়েছে। এখন দেশে ৪০-৪৫টি স্বাস্থ্য বিমা সংস্থা রয়েছে। বাকিগুলিও দ্রুত নথিভুক্তি হবে। সূত্রটির বক্তব্য, "এনএইচসিএক্স পোর্টাল তৈরি। আগামী দু'তিন মাসের মধ্যে তা কাজ শুরু করতে পারে। আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশনের অধীনে এই প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে। এই পোর্টালের মাধ্যমে সমস্ত পক্ষ স্বাস্থ্য বিমার দাবির মীমাংসার কাজ মসৃণ ভাবে করতে পারবে।"

সোনা (১০গ্রাম):	৭২৫৫০
রূপা (১ কেজি) :	৯১৬৬৩
ডলার (ইউ এস):	৮৩.৪৮

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৮০৩৫১.৬৪
নিফটি—	২৪৪৩৩.২০
ন্যাসডাক—	১৮৪৫৭.৯৭
এ.সি.সি—	২৬৮১.০০
ভারতী টেলি—	১৪৩৫.১০
ভেল—	৩২৯.২৫
এল এন্ড টি—	৫০৮২.৫৫
টাটা মোটর্স—	১০১৪.৭৫
টি.সি.এস.—	৩৯৯১.৭০
টাটা স্টিল—	১৭১.৮০
ডাবর—	৬২৯.৯০
গোদরেজ—	৯১৪.৫০
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৬৩৬.৫০
আই.টি.সি.—	৪৫২.৭৫
ও.এন.জি.সি.—	২৯৭.৪৫
সিপলা —	১৫১১.৮০
গ্রাসিম ইন্ডা—	২৭৮৬.০০
এইচ.সি.এল.টেক—	১৫৩০.৮৫
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক—	১২৪৫.৫০
সেল—	১৫৫.৮৫
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৮৬০.৯৫
সিমেন্স—	৭৭৬৪.৭৫
ফাইজার—	৪৭০৮.০০
ইউনিটেক—	১১.৩৯
উইপ্রো—	৫৪০.৮০
ডা. রেড্ডি–	৬৫৭৯.৬০
মারুতি—	১২৮২০.২০
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১২৮৬.৪০
টি সি আই —	৯৫০.৫০
মহানগর টেলি —	৪২.৬৭
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	২৩৩.২৫
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন

আজ ১০ জুলাই

১৬৪৫ আর্চবিশপ লাউদকে এই দিন মাথা কেটে হত্যা করা হয়। ইনি ছিলেন লন্ডনের এক বিশিষ্ট বিশপ। তাঁর নাম ছিল উইলিয়ম লাউদ। ১৫৭৩ সালে তাঁর জন্ম। লন্ডনের আর্চবিশপ ছিলেন ১৬২৮ সাল থেকে ১৬৩৩ সাল পর্যন্ত। পরে ক্যান্টারবেরি আর্চবিশপ হন। ১৬৩৩ সাল থকে সেখানে দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারই বিভিন্ন অনিয়মের জন্য তাঁর বিচার হয় এবং টাওয়ারহিলে নিয়ে গিয়ে গলা কেটে দিয়ে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। **১৮৩৮** ইংলন্ডের রয়্যাল এক্সচেঞ্জ এই দিন আগুন লেগে পুড়ে যায়। সে সময়ই লন্ডনের লয়েড্স অ্যাসোসিয়েশন কার্যত নিজেদের ভরাডুবি করে ছাড়ে। এটি ছিল মেরিন অ্যান্ড মিশলেনিয়ার্স ইনসিউরেন্স নামে খ্যাত। অর্থাৎ জাহাজ চলাচল এবং জাহাজে যারা কাজ করতেন সবকিছু নিয়েই বীমা ব্যবসা শুরু করেছিল এই সংগঠন। কিন্তু রয়্যাল এক্সচেঞ্জে আগুন লাগার ফলে তাদের ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি। **১৮৪০** একপেনি দামের ডাকটিকিট প্রথম চালু হয় লন্ডনের পোস্ট অফিসগুলিতে। পরে অবশ্য সারা ইউরোপেই এই ধরনের ডাকটিকিট প্রথা চালু করা হয় ডাকব্যবস্থাকে সাবলীল করার জন্য আগাম পারিশ্রমিক নিয়ে। আমেরিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য জায়গাতেও এই কম দামের টিকিট সেঁটে অনায়াসেই চিঠি বা অন্যান্য জিনিস পাঠানো যেন পোস্ট অফিস মারফৎ। **১৮৬৩** লন্ডনে শহরের মধ্যে যাতায়াতের জন্য মেট্রো রেল পদ্ধতি এই দিন থেকে প্রথম চালু হয়। প্রথমে এই ট্রেন মাটির উপর থেকে গর্ত করে সেই গর্তের ভেতর চালানো হত।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২/৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

শব্দজাল- ৫৯৮৭

১	২			৩	৪		
৫		৬		৭		৮	
		৯	১০			১১	১২
১৩		১৪			১৫		
১৬	১৭			১৮			
১৯				২০			
	২১	২২	২৩		২৪	২৫	২৬
		২৭				২৮	

পাশাপাশি ঃ- ১) চিনির রসের উপর কালো আস্তরণ। ২) মন থেকে যা মুছে ফেলা খুবই কঠিন। ৫) মুসলমান রমনীদের মুখ ঢাকবার কাপড়। ৭) দুই পক্ষের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী ৯) শেষ ১১) কাবু ১৪) বন্যা / প্লাবন। ১৮) আঙ্গিনা ১৬) মৃত্যুর পর মুসলমানদের দেহ যেখানে স্থান পায়। ১৮) ধন লক্ষী ১৯) স্থগিত ২০) সম্মানীয় ব্যক্তি ২১) বরাত বা কপাল ২৪) শাসনকর্তা। ২৭) পৃথিবী ২৮) লোহার চাদর দিয়ে তৈরী পোশাক।

উপরনীচ ঃ- ১) শরীর / গাত্র ২) দাম বা মূল্যের হার। ৩) অগ্র জন্মেছে যে ভাই। ৪) কণ্ঠ ৬) এই গিরিপথ খাওয়া যায়। ৮) এক প্রকার পান মশলা ১০) ত্রি ১২) চাঁদবেনের স্ত্রী ১৩) মা গঙ্গার বাহন ১৫) অমাবস্যা ১৭) পরিবর্তন। ১৮) লক্ষী ২২) মুনাফা ২৩) ফুল গাছ লাগানোর জন্য মাটির পাত্র ২৫) সমস্ত বা সকল। ২৬) কাজ।

উত্তর - ৫৯৮৬

পাশাপাশি ঃ-(১) ভুখা ৯৩) পেঁপে (৬) রিম (৭) শাকভাত (৯) খেয়াল (১১) ছায়া (১২) দিবা (১৪) লীলা (১৭) লজ্জা (১৮) তসবি (১৯) মতলব (২২) বামা (২৪) ননী (২৫) হরি। **উপরনীচ ঃ-** (১) ভুরি (২) খামখেয়ালী (৪) পেশা (৫) আভা (৮) কয়েদি (১০) লঙ্কা (১৩) বালবিবাহ (১৫) লাঙ্গল (১৬) তাত (২০) তট (২১) বন (২৩) মারি।

আজকের দিন

বেনীমাধব শীলের মতে

২৫ আষাঢ়, ভাঃ ১৯ আষাঢ়, **১০ জুলাই** ২৫ আহার, সংবৎ ৪ আষাঢ় সুদি, ৩ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৩। **বুধবার,** চতুর্থী দিবা ঘ ৬।৫৭ মিঃ। মঘানক্ষত্র দিবা ঘ ১০।১৫ মিঃ। ব্যতীপাতযোগ রাত্রি ঘ ৩।৪৭ মিঃ। বিষ্টিকরণ, দিবা ঘ ৬।৫৭ গতে ববকরণ, রাত্রি ঘ ৭।৪৯ গতে বালবকরণ। **জন্মে**–সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ঘ ১০।১৫ গতে নরগণ বিংশোত্রী শুক্রের দশা। **মৃতে**–দোষ নাই। **যোগিনী**- নৈর্ঋতে, দিবা ঘ ৬।৫৭ গতে দক্ষিণে। **কালবেলাদি**- ঘ ৮।২৩ গতে ১০।৩ মধ্যে ও ১১।৪৩ গতে ১।২৩ মধ্যে। **কালরাত্রি**- ঘ ২।২৩ গতে ৩।৪২ মধ্যে। **যাত্রা-নাই,** রাত্রি ঘ ৩।৪৭ গতে যাত্রা মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**-দিবা ঘ ৬।৫৭ গতে দীক্ষা। **বিবিধ**- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডণ।

আপনার ভাগ্য

মেষ- গৃহে চুরি। **বৃষ**-ব্যবসাক্ষেত্রে অশান্তি। **মিথুন**-সন্তানে উদ্বেগ। **কর্কট**- আয়ের সুযোগ। **সিংহ**-সাধুসঙ্গ। **কন্যা**-সুখ সম্ভোগ। **তুলা**-বেদনাহত। **বৃশ্চিক**-সন্তানের সমস্যার। **ধনু**-ভোগবিলাসে ব্যয়। **মকর**- উদারতা প্রদর্শন। **কুম্ভ**-ষড়যন্ত্রের শিকার। **মীন**-ভ্রাতৃস্নেহ।

আগামীকাল

মেষ-সাধুসঙ্গ। **বৃষ**-চাকুরীর সুযোগ। **মিথুন**-অসদুপায় গ্রহণ। **কর্কট**-অংশীদারীতে লাভ। **সিংহ**-যশবৃদ্ধি। **কন্যা**-ব্যবসায় লোকশান। **তুলা**-সত্যকথনে বিপদ। **বৃশ্চিক**-দাম্পত্য সুখ। **ধনু**-জ্বরাদিভোগ। **মকর**- হতাশাগ্রস্ত। **কুম্ভ**-ঘৃণাভাব। **মীন**-আর্থিক চিন্তা।

গণপিটুনির শিকার এবার সিভিক ভলান্টিয়ার, আটক ৩ বিজেপি কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৯ জুলাইঃ জলপাইগুড়ি থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা—সর্বত্রই এখন উঠে আসছে গণপিটুনির ঘটনা। শহর থেকে গ্রামবাংলা এই ঘটনা ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত। আর দিন দিন তা নির্মম হয়ে উঠছে। সাহস বেড়ে যাচ্ছে যারা এই কাজ করছে। আর তাই এবার এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে ঘিরে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়। তার জেরে গুরুতর জখম ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় তিন বিজেপি কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। যা নিয়ে এখন আলোড়ন ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এই সিভিক ভলান্টিয়ার বেশিরভাগ দিন রাতেই ডিউটি করেন। কড়া নজর রাখেন গোটা এলাকায়। আর রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়েই ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ উঠল। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং ব্লকের মিঠাপুকুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে। কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ারকে মারধরের ঘটনায় তদন্তে নেমেছে পুলিশ। সোমবার রাতে ডিউটি করার সময় সবংয়ের মিঠাপুকুর এলাকায় অজ্ঞাতপরিচয়ের ৮জন যুবক এসে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে বলে এখানে ডিউটি করা যাবে না। এলাকায় সব ঠিক আছে। এটারই প্রতিবাদ করেছিলেন ওই সিভিক ভলান্টিয়ার। তাতেই জোটে গণপিটুনি। গণপিটুনি শুরু হতেই চিৎকার জুড়ে দেন ওই সিভিক ভলান্টিয়ার। ওই চিৎকার শুনে স্থানীয় মানুষজন জড়ো হয়ে যায়। তখন তারা পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। এই তিনজনই এলাকায় বিজেপির সক্রিয় কর্মী বলে পরিচিত। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করেছে সবং থানার পুলিশ। এই বিষয়ে আহত সিভিক ভলান্টিয়ার বিশ্বজিৎ জানা বলেন, 'আমরা চারজন এখানে ডিউটি করছিলাম। হঠাৎ করে সাত-আটজন যুবক আসে। তারপর আমাদেরকে ওখানে ডিউটি না করার জন্য হুঁশিয়ারি দেয়। তার প্রতিবাদ করলে আমাদেরকে মারধর শুরু করে।'

বিজেপি কর্মীরা গণপিটুনির অভিযোগে আটক হতেই সরগরম হয়ে উঠেছে এলাকা। তীব্র প্রতিবাদ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সবং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আবু কালাম বক্স বলেন, 'সবংয়ের ওই এলাকায় সীমান্ত রয়েছে। বিজেপির লোকজন এসে ওখানে সন্ত্রাস চালায়। সোমবার ওই সিভিক ভলান্টিয়ার তাতে বাধা দিতেই তাঁকে মারধর করা হয়। আমরা দোষীদের শাস্তি চাই।' পাল্টা বিজেপি নেতা শিশির কুলভির বক্তব্য, 'এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। আমাদের কর্মীদের বেছে নিয়ে কেস দেওয়া হচ্ছে। এই ঘটনায় বিজেপি জড়িত নয়।' সবং থানা সূত্রে খবর, আহত সিভিক ভলান্টিয়ারদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এলাকার কয়েকজনকে চিহ্নিত করা হয়। তারপরেই তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

বুলডোজার দিয়ে ভাঙা হল তৃণমূল কার্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৯ জুলাইঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মাফিক রাজ্যের নানা প্রান্তে বেদখল হওয়া সরকারি জমি উদ্ধারে হাত লাগিয়েছে প্রশাসন। এ বার সরকারি জমির উপর অবৈধ ভাবে গড়ে ওঠা শাসকদলের কার্যালয় ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল বুলডোজার দিয়ে।

মঙ্গলবার পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডে সিটি সেন্টারের পাশে তৃণমূলের একটি ব্লক কার্যালয় তৈরি হয়েছিল। সরকারি জমির উপর অবৈধ ভাবে ওই কার্যালয় গড়ে ওঠার অভিযোগে দিন কয়েক আগে নোটিস দিয়েছিল আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ। তখনই তৃণমূলের কর্মী এবং সমর্থকেরা অফিস থেকে জিনিসপত্র বার করে নেন। তার পর সরকারি জমি উদ্ধারের জন্য মঙ্গলবার তৃণমূলের কার্যালয়ে বুলডোজার চালাল আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ। কার্যালয় ভাঙা প্রসঙ্গে ব্লক তৃণমূল সভাপতি উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় বলেন, "নোটিস পাওয়ার পরে আমরা নিজেরাই টিনের চাল খুলে দিই এবং ভিতরের আসবাবপত্র বার করে নিয়েছিলাম। লোকসভা নির্বাচন-সহ একাধিক নির্বাচন এই কার্যালয় থেকে পারিচালনা করা হয়েছে।" তৃণমূল নেতার সংযোজন, "চোখে কালো কাপড় বেঁধে যেন সমস্ত অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হয়। নিরপেক্ষ ভাবে উচ্ছেদ অভিযান হয়।"

অন্যদিকে, বিজেপি নেতা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, কয়েক মাস আগে আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের জমিতে অবৈধ ভাবে গড়ে ওঠা একটি ক্লাব আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের তরফে ভেঙে ফেলা হল। কিন্তু আগে কেন ওই কার্যালয় ভেঙে ফেলা হলল না? আসলে মানুষের কাছে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার চেষ্টা করছে তৃণমূল। তবে মানুষ সবই বোঝেন।"

মিড ডে মিলের খিচুড়িতে গিরগিটি, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৯ জুলাইঃ মিড ডে মিলে সাপ-ব্যাঙ-টিকটিকি তো আখছারই মিলেছে। এ অভিযোগ উঠেছে একাধিকবার। এবার একটু অভিনবত্ব। মিড ডে মিলের শিশুদের খিচুড়িতে গিরগিটির দেহ! মঙ্গলবার সকালে হাওড়ার মুন্সিডাঙা বোর্ড প্রাইমারি স্কুলে হইচই। জানা যাচ্ছে, সকালে স্কুলের রান্নাঘরেই খাবার বানানো হয়। ছুটির পর সেই খাবার শিশুটির বাড়িতে দিয়েও দেওয়া হয়। সেই খাবার বাড়িতে এনে খাওয়ার সময়েই সাবিনা বেগমের ছেলে দেখতে পান, খিচুড়িতে টিকটিকি পড়ে।

সাবিনা বলেন, "খাবার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে থালায় ঢেলে খেতে দিই। দেখি গিরগিটির দেহ পড়ে রয়েছে। তার আগে ওই খাবার কিছুটা খেয়েও নিয়েছে আমার ছেলে।" চিন্তিত হয়ে পড়েন বাড়ির সদস্যরা। স্কুলে ওই খাবার নিয়ে গিয়ে শিক্ষিকাকে দেখান তিনি। ততক্ষণে গ্রামে ঢি পড়ে গিয়েছে। স্কুলে হাজির হয়েছেন অন্যান্য অভিভাবকরাও। এক অভিভাবক বলেন, "এই অভিযোগ তো বারবার উঠছে। শিশুদের খাবার যত্ন সহকারে কেন বানানো হবে না?" যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও শিশু অসুস্থ অসুস্থ হয়নি। তবে তারা আতঙ্কিত। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বাঁকড়া ফাঁড়ির পুলিশ। এই ঘটনায় স্বাস্থ্যকর্মীরা স্কুলে গিয়েছেন স্কুলের শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন।

'আগে খেলা, পরে কাজ!', বহরমপুরে সাংসদ ইউসুফ নাকি 'ডুমুরের ফুল'

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৯ জুলাইঃ লোকসভা ভোট মিটেছে। পাঁচবারের সাংসদ তথা কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীকে হারিয়ে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে ঘাসফুল ফুটিয়েছেন ইউসুফ পাঠান। তবে ফলাফল বেরনোর পর থেকে আর নাকি সাংসদ দেখা যাচ্ছে না এলাকায়। বিরোধীরা অন্তত তেমনটাই অভিযোগ করছে। তবে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো আশ্বাস দিলেন জেলা সভাপতি।

ইউসুফকে তৃণমূল প্রার্থী করার পর থেকেই 'বহিরাগত' তত্ত্ব খাড়া করেছিল বিরোধীরা। তাঁদের অভিযোগ ছিল, আদৌ কি তিনি এলাকার উন্নয়নের কাজে সময় দিতে পারবেন? ভোটের ফলাফল বেরনোর পর সেই প্রশ্নই ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ফলাফল বেরনোর পর থেকে নাকি আর দেখা মেলেনি ইউসুফের। বর্তমানে তিনি ইংল্যান্ডে রয়েছেন। সেখানে লেজেন্ড লিগ ক্রিকেট খেলতে ব্যস্ত। এরপরই প্রশ্ন উঠছে সংসদে যদি তাঁর দেখা না মেলে তাহলে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন। জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র জয়ন্ত দাস বলেন, "উন্নয়ন থেকে পিছিয়ে পড়বেন। আমরা প্রথমেই বলেছিলাম ইউসুফ পাঠান ক্রিকেটার। তাঁর নিজের জীবন রয়েছে। উনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন। জয়লাভ করেছেন ফিরে গিয়েছে। তাঁকে খেলা চালাতে হবে। আগে খেলা পরে কাজ।" যদিও এই বিষয়ে মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন,"সাংসদের বাড়ি এখানে নয়। তাঁর এটা কর্মভূমি। উনি জেতার পরই মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তুমি বাড়ি গিয়ে দেখা করো। তার পরিবারের কাছে গিয়েছেন। এখানে তাহেরদা রয়েছেন। গতকাল লোকসভা শেষ হয়েছে। কিছু নিয়ম কানুন আছে। উনি শুধু সাংসদ নয়। উনি ক্রিকেটার। খেলা শেষ হলে উনি ফিরে আসবেন। ২২ তারিখ লোকসভায় অংশগ্রহণ করবেন। ওনার সঙ্গে আমাদের কথা হয়।"

মোবাইলে অনলাইন গেমে আসক্তি, আত্মঘাতী ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ৯ জুলাইঃ প্রথমে মোবাইল কেনার বায়না। এক মাত্র ছেলের বায়না মেনে নিয়েছিলেন বাবা-মা। এরপর মোবাইলে ফ্রি অনলাইন গেম অ্যাপ ডাউনলোড। সারাক্ষণ সেই গেমেই আসক্তি। পড়াশোনার মন বসছিল না ছেলের। এরপর ধীরে ধীরে সেই আসক্তি হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর। গেম কেনার জন্য টাকা দাবি করতে থাকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। কিন্তু তা মেনে নেননি বাবা-মা। পরিণতি ভয়ঙ্কর। অনলাইনে মোবাইলের গেম আসক্ত হয়ে টাকা জোগাড় করতে না পেরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের শেরপুর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে মৃত ছাত্র অর্ঘ্য ভট্টাচার্য (১৮)। অর্ঘ্য কাঁথি মডেল ইনস্টিটিউশনে দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অর্ঘ্য খুবই মেধাবী ছাত্র ছিল। কয়েক মাস আগে বাবা মায়ের কাছে মোবাইল কেনার জন্য বায়না ধরে অর্ঘ্য। একটি দামী মোবাইলও কিনে দেন বাবা। তারপরেই অর্ঘ্য অনলাইনে মোবাইলে ফ্রি- ফায়ার গেমে আসক্ত হয়ে পড়ে বলে পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে। মোবাইল কিনে দেওয়ার পর তেমনি পড়াশোনায় মন দিচ্ছিল না সে। এরপর ধীরে ধীরে 'ফ্রি গেম' আর 'ফ্রি' থাকে না। টাকা দাবি করতে থাকে। অর্ঘ্য বাবা-র কাছে টাকা চাইতে শুরু করে। কিন্তু বিষয়টা বুঝতে পেরে বাবা টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেন। গত দুদিন ধরে বাড়িতে এই নিয়ে অশান্তি হচ্ছিল। মঙ্গলবার সকালে বাড়ির সিলিং ফ্যানে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় কাঁথি থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

এরা ভাবছে মোদিই থাকবেন

এদেশের তথাকথিত মূল স্রোতের মিডিয়া অর্থাৎ টিভি চ্যানেল ও হিন্দি বলয়ের হিন্দি সংবাদ পত্র যারা চালান তারা মনে করছেন মোদি সরকারই আজীবন থেকে যাবে। বুঝতেই পারছে না সময় পাল্টেছে। দেশের জনতা দিক পরিবর্তন করেছেন। তারা আর মোদির উপর আস্থা রাখেননি। মোদির গ্যারেন্টিকে আরব সাগর, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। ঠিক একই ভাবে টিভি চ্যানেল ও হিন্দি বলয়ের সংবাদপত্রকে মানুষ সাগরের জলে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। এমনিতেই বেসরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ সমস্ত ব্যবসা নেগেটিভে চলছে। উৎপাদন নেগেটিভ, বাজার নেগেটিভ, কৃষি উৎপাদন পর্যন্ত নেগেটিভ। মাঝারি ও ছোট শিল্প ও ব্যবসা অনেক দিন আগেই মোদি সরকারের কল্যাণে ঝাঁপ বন্ধ করেছে। শিল্প ক্ষেত্রে এরাই ছিল সব চেয়ে বড় কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি কর্তা। এদের ঝাঁপ বন্ধ হওয়ায় কর্ম সংস্থান কমেছে। গত ১০ বছরে প্রায় প্রতি বছর এক হাজার কোটি টাকা সরকারি বিজ্ঞাপন মোদির ছবির জন্য বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে গোদি মিডিয়াকে। যেদিকে তাকাবেন সেই দিকেই মোদির ছবি। মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়। অঞ্জনা ওম কাশ্যপরা এখনও ভাবছেন সেইদিন আবার ফিরে আসবে। জনতা মোদিকে এবং মোদির গ্যারেন্টিকে নস্যাৎ করে বিরোধীদের পোক্ত করেছেন তা দেখেও অঞ্জনাদের হুঁশ এখনও ফেরেনি। তাই মণিপুরে রাহুল গান্ধী গিয়ে শরণার্থীদের সঙ্গে মিলিত হলে অঞ্জনারা সেটাকে ড্রামা বলছে এবং মোদি রাশিয়ার শুভেচ্ছা সফরে যাওয়াকে বিশাল আকারে প্রচার করছে। যেন এর আগে কোন প্রধানমন্ত্রী রাশিয়া যাননি।

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের সময় গোদি মিডিয়ার অ্যাঙ্কাররা সাধারণ মানুষের কাছে কিভাবে হেনস্থা হয়েছে হয়ত ভুলে গেছে। চামচাগিরির লিমিট এতটাই উর্দ্ধে এই বোধটুকুও তাদের নেই। মানুষ যে সবকিছু লক্ষ্য করছেন সেটাও ভুলে গিয়েছে। মোদি সরকার আর নেই এটা ওরা মেনে নিতে পারছে না। তারা ভাবছে এনডিএ সরকার নয়, মোদি সরকারই আছে। এনডিএ সরকার হলেও মোদি তাদেরকে আগের মতই নিজের প্রচারের জন্য ভান্ডার খুলে দেবেন। কিন্তু তা হবে না। রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে উল্টো পাল্টা প্রচার করা, মণিপুরে তিনি ড্রামা করছেন এসব বলে মোদিকে খুশি করার চ চেষ্টা চালালেও জনতা সব দেখছেন। কিছুদিন পর জনতাই গোদি মিডিয়াকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবেন। যেসব পুঁজিপতিরা এসব মিডিয়া চালাচ্ছেন তাদের রোজগার কমে গেলে না থাকবে অঞ্জনা না থাকবে গঞ্জনা। কোনদিকে হারিয়ে যাবে লিয়াকৎ কোথায় বিদায় হবে চিত্রা। যারা এটা অনুমান করতে পারছেন না তাদেরকে মুর্খ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

সকলের অভিজ্ঞতার কথা

তিনি চতুর্থ অধ্যায়ের বত্রিশতম শ্লোকে এই যজ্ঞ প্রকরণের উপসংহার করেছেন—

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে।।

এই শ্লোকে কর্মজনিত বলা হয়েছে। এর পূর্ববর্তী শ্লোকে ভগবান বলেছেন—

যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।

—যে কথা ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে বলেছিলেন—

যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে।

—তারই উপসংহার যেন তিনি চতুর্থ অধ্যায়ের একত্রিশতম শ্লোকে করেছেন—যিনি যজ্ঞাবশেষ অমৃতকে ভোজন করেন তিনি সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করেন। এইভাবে তৃতীয় অধ্যায়ের তেরোতম শ্লোকে রয়েছে—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।

যজ্ঞাবশেষ ভোজনকারী সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। লক্ষ্য করেন সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া, সকল কর্মের লীন হয়ে যাওয়া এবং যজ্ঞের দ্বারা ব্রহ্ম লাভ—এই তিনটি একই কথা, সবগুলির তাৎপর্যও একই। তৃতীয় অধ্যায়ের নবম এবং তেরো ও চৌদ্দ অধ্যায়ের তেইশতম এবং একুশতম—এই চারটি শ্লোকে যজ্ঞের ফলের কথা বলা হয়েছে--- পরমাত্মাতত্ত্বলাভ, সকল পাপের নাশ এবং সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ। সুতরাং পরমাত্মাকে লাভ করবার যত উপায় আছে সেই সবগুলিই গীতায় 'যজ্ঞ' নামে অভিহিত হয়েছে—এই কথা উপরোক্ত আলোচনায় সিদ্ধ হয়।

ক্রমশ...

'ঠাকুর বাঁধের উপকথা'

বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

পূর্ব প্রকাশিতের পর

নীলাম্বর ছেলেকে কোলে তুলে আদরও করে। দুই পরিবারের মধ্যে আসা যাওয়া শুরু হয়েছে। আর ভয়ের বা লজ্জার পরিবেশ বা সম্পর্ক কোনটাই নেই। মাস পোহালে গোলাপের বাড়িতে ঠাকুর পরিবার থেকে খরচের চাল, চিড়া সব পৌঁছে যায়। কোন পক্ষের ক্ষোভ নেই।

সব ঠিকই চলছিল। একদিন গোলাপ গ্রামের মাথায় একটি ফাঁকা জায়গায় ছেলেকে নিয়ে খেলাচ্ছিল। সদগোপ পরিবারের একটি যুবক হঠাৎ তার হাত ধরে পাশে একটি কুটুস ঝোপের দিকে টেনে নিয়ে যায়। গোলাপের ছেলে তা দেখে চিৎকার করতে থাকে। পাশাপাশি কেউ নেই। গোলাপ অনেক চেষ্টা করে ওই যুবক থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। পারে না। যখন দেখে কিছুতেই পারছে না পাশেই একটি পাথরের টুকরা হাতে নিতে সজোরে যুবকের মাথায় আঘাত করে। যুবক গোলাপকে ছেড়ে নিচে পড়ে যায়। তার শরীর থেকে গলগল করে রক্ত ঝরতে থাকে। কিছুক্ষণ পর যুবকটি অজ্ঞান হয়ে যায়। ওই অবস্থা দেখে গোলাপ ছেলেকে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। চলে আসে সোজা বাড়ি। এসে কাউকে কিছু বলে না। কিন্তু তার ছেলে ছোট হলেও সব কথা বলে দেয় তার দিদাকে। দিদা তো শুনে থ। কি করবে বুঝতে না পেরে, নিমুও বাড়িতে নেই, সোজা চলে যান ঠাকুর বাড়িতে বড় গিন্নির কাছে। তাকে সব জানিয়ে দেন। বড় গিন্নি দেওর কুঞ্জকে সব জানান। তারা অপেক্ষা করেন সদগোপ বাড়ির কেউ কিছু বলছে কিনা। যদি ওরা গোলাপকে দোষী বলে কিছু করতে চায় তাহলে কুঞ্জ সোজা গিয়ে রাজার কাছে নালিশ করবেন, বড় গিন্নি তাতে একমত হন।

সদগোপ বাড়ির হারান ঘোষের ছেলে সোমু বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হল বাড়ি ফেরেনি দেখে তার বাড়ির লোক খোঁজাখুজি করে কোথাও দেখতে পেল না। একে ওকে জিজ্ঞাসা করেও যখন তার সন্ধান পাওয়া গেল না তখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু ছিল না। তারা ভাবল হয়ত কাউকে কিছু বা বলে কোথাও গেছে, ফিরে আসবে। অনেক রাত পর্যন্ত সোমু না ফেরায় তাদের চিন্তা বাড়তে থাকল।

গ্রামের মাথায় যাদের বাড়ি তারা শুনতে পেল গ্রামের শেষে কুটুস ঝাড়ের দিকে কুকুরগুলো সব চিৎকার করছে। লণ্ঠন ও লাঠি হাতে সেদিকে যেতে দেখতে পায় কুকুরগুলো যেন কিছু টেনে বার করছে। সেখানে আলো নিয়ে তারা দেখল একটি মৃত মানুষের দেহ কুকুরগুলি টানছে। পাশে যেতেই দেখে হারান ঘোষের ছেলে সোমু মৃত অবস্থায় পড়েছিল। গোটা জায়গাটা রক্তে ভরে গেছে। তারই গন্ধ পেয়ে কুকুরের দল সেখানে গেছে এবং ওই দেহটি টানাটানি করছে। খবর গেল হারান ঘোষের বাড়িতে। তারা সবাই ছুটে এল। কিন্তু তখন সব শেষ। সোমুর এই অবস্থা কে করল তারা জানতেই পারল না। কারণ যখনকার এই ঘটনা, সেই এলাকায় কেউ কোথাও ছিল না। ঘোষ পরিবারের লোকেরা কান্নাকাটি করলেও জানতে পারল না কি করে হল। যাকে নিয়ে এই কান্ড সে তো ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কোন সাক্ষী ছিল না।

অপকর্ম করতে গিয়ে এভাবে চরম শাস্তি পেয়ে প্রাণ চলে যাবে সে কথা নিশ্চয় সোমুর কল্পনার মধ্যেও ছিল না। থাকলে এই কাজ সে করত না। আর গোলাপ নিশ্চয় তার প্রাণ নিতে চায়নি। তাকে পাথর দিয়ে আঘাত করাতেই তার মৃত্যু হতে পারে তা আন্দাজ করেনি ও। এত বড় ঘটনা, কোন সাক্ষী নেই এটাই গোলাপের জন্য মঙ্গল হয়েছে। তা যদি না হত, ঘোষেরা আক্রমণকারীকে চিনতে পারলে আর একজনের হয়ত প্রাণ চলে যেত। যাক ভাগ্য ভাল কেউ দেখে ফেলেনি। তবে গোলাপের ছেলে শিশু হলেও সে এই ঘটনার সাক্ষী এবং বাড়িতে গিয়ে দিদাকে সব বলেও দিয়েছে। তা যদি পাঁচ কান হয় তবে নিমু বোস্টমের যে অবস্থা ঘোষ বাড়ির লোকেরা করে ফেলবে তা সহজেই অনুমান করছে তারা।

দেশ তখনও বিজ্ঞান বা চিকিৎসা ক্ষেত্রে এত উন্নতি করেনি যে কুকুর এনে খুনী সনাক্ত করতে পারবে। তাই খুনী অধরাই থেকে যাবে। সত্যি কি অধরা থেকে যাবে নাকি জানা যাবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

হারান ঘোষের এক ছেলে আর তিন মেয়ে। জমি জমা আছে। চাষবাস থেকে আয় ভালই হয়। তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেরা সবার ছোট। ওই বছরই মাঘ মাসে বিয়ে হওয়ার ছিল। কথাবার্তা প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছিল। তা আর হল না। হারান ঘোষ নির্বংশ হয়ে গেলেন। নিজের কপাল চাপড়ানো ছাড়া তার কিছু করার ছিল না। সবাইকে বলেন সব আমার ভাগ্যের দোষ। না হলে কি জোয়ান ছেলে এভাবে অকালে চলে যায়। কে তাকে মারল তাও জানা গেল না। এখনকার মত পুলিশি ব্যবস্থা ছিল না। যা ছিল তা রাজার কোতোয়াল। তারা শুধু রাজার নিরাপত্তা দেখত, প্রজাদের নিরাপত্তা দিতে পারার মত জনবল ছিল না। তাই খুনের কোন তদন্ত হল না।

২৩

সোমু খুন হয়ে গেল। কেউ কোন কিছু জানতে পারল না। অথচ খুনী গ্রামেই রয়েছে। যে পরিবারে সে বড় হয়েছে সেই সদগোপ পরিবারে জমি জমা সবই আছে, নেই শুধু ওয়ারিশান। একমাত্র ছেলে সেও অকালে চলে গেল।

(পরবর্তী অংশ পরের বুধবার)

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

সত্ত্বাধিকারী: মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিত ও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

সাহিত্য-সংস্কৃতি

কবিতা

কথা ছিলো

সলিল রায়

কথা ছিল, বাবা সাহেবের তর্জনীর ইশারায় ----
আসবে এই অভুক্ত তট দেশে এক মহা উত্তাল প্রবাহ
প্রবাহের কুল চিহ্নে ছিল অযুত বহুজনের দীর্ঘশ্বাস ।।

কথা ছিল -- ঐ দীর্ঘ প্রশ্বাসের প্রবাহে বদ্ধ হবে, --
"ক্রনি - শোষকদের" শোষণ শ্বাস।
যুথ বদ্ধতা'য় আসবে নেমে ওদের রথ চূড়ার রক্তিম ধ্বজা।।

কিন্তু তাতো হল না ! রক্তিম হল বহুজনের নাভিশ্বাস
ঝর ঝর লোহিত কণিকায় আন্দোলিত হল অযুত অভুক্ত বহুজন--
তাদের আর্ত চিৎকারের আর্তনাদ পৌঁছল না,
ঐ শোষণ বাদীদের কর্নপটাহে ।।

কথা ছিল, আমি আপনি ওড়াবো বিজয় কেতন শিরস্ত্রাণ চূড়ায়;
কিন্তু হায়!! আমরা তো এখনও গভীর নিদ্রায় সুপ্ত।
তাহলে কি কথা রাখা হবে না? জাঁতাকলে পিষ্ট, হব চিরকাল?

এক নির্ঘোষ শব্দ -- "না" !
সুপ্তথিত প্রতিজন ,বহুজন মুষ্টিবদ্ধ হাতে ধরো
বাবাসাহেব সৃষ্ট ঐ পবিত্র গ্রন্থ --- "সংবিধান" !!
চরৈবেতি !!

১৯ ও ২১

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা যাঁরা উত্তর-আধুনিক সীমা-নিশ্চিহ্ন কবিতা অনায়াস লিখতে পারি
প্রবহমান ভাষার ঐতিহাসিক পরিবর্তনশীলতার বিজ্ঞানে

আমরা যাঁরা আত্মভুবনযাপন বা সমাজমননশীল-ঋদ্ধতা'র প্রেক্ষিতের
চাইতেও কার্যকরী থাকার স্বপ্নসম্ভাবনায় পুত্র-কন্যা বা পৌত্র-পৌত্রীকে
সেই সব বিদ্যালয়ে সহস্রাধিক মাসমাহিনায় বন্দীপড়ুয়া করে দিই
যেখানে মাতৃভাষায় কথা বলা ঘৃণিত হয়

আমরা যাঁরা বিশ্বনাগরিক বা মহাভারতীয়ত্বের মুখোশে প্রকৃত কূপমন্ডুক
সেই আমরাই একুশ এলে, (কেউ কেউ আবার ৭ই ফাল্গুনও বলতে চাই),
উনিশও কেন নয় এই আক্ষেপ রেখে, শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করি ভাষাকে মৃতঈশ্বর
ক'রে স্মৃতিবেদিতে আবেগমথিত মাতৃভাষায় মাতৃভাষার আচারনিষ্ঠ বিসর্জনে

তা যে কুম্ভীরাশ্রু, দ্বিচারিতা, আত্মপ্রবঞ্চনা এবং চাতুর্য্যও
সে সত্য আমরাই প্রতিষ্ঠিত করি সংবিধানস্বীকৃত বঙ্গভাষার
নিয়ত সঙ্কোচনে, বঙ্গসংস্কৃতির নিরন্তর সর্বাত্মক নির্বাসনে
আমাদের আত্মহানিকর স্বার্থপর নীরবতায়।

আমরা যে মাতৃভাষাতেই আয়ত্ত্ব করতে পারি সর্বোচ্চ জ্ঞান,বিজ্ঞান,
সৃজনশীলতা ও কৃৎকৌশল, আমরা যে মাতৃভাষাতেই অর্জন করতে পারি
সর্বভারতীয় কঠিনতম পরীক্ষায় উত্তরণ
বিশ্বের সমস্ত ভাষার প্রতি সমমর্মিতা রেখেই;

শ্রেণিকক্ষে,রাজপথে,সংসদে,দীপ্রকণ্ঠে আমাদের শিরদাঁড়া একথা বলে না
উনিশ ও একুশ তাই জীবাশ্ম হ'য়ে অধিকারের স্বীকৃত উপাদান-শক্তিকেও
ঘুম পাড়িয়ে হৃদয়ের জাদুঘরে ঠাঁই নেয়।।

ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

সাফসুতরো

পশুপতি ভদ্র

রাত হয়ে এলো,
ভীষণ ঝড়ে ডেকে উঠল আত্মহারা,
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিশৃঙ্খলা,
যত্রতত্র লুটিয়ে পড়েছে বৃক্ষ,
অবরোধ ভেঙে জোরকদমে সাহিত্য,
গভীর রাতে ঘটে যাওয়া মঙ্গল,
মগ্ন রাতে নগ্ন সংগীত,
মঙ্গলে অমঙ্গল, - বিবস্ত্র দুঃসময়!

মানভূমে নদী,
সাফসুতরো, - দুকূল ভেঙে পরিষ্কার,
কুমারী লিখলে শ্রাবণ,
খাড়া লিঙ্গ, - দুধে জলে মহাদেব,
আরাধনা, কামনা,- দিনান্তে সাফল্য।

গঞ্জিকা সেবনে জটিলেশ্বর,
যেতে যেতে বান্দোয়ান অনেকটা পথ,
নিষ্কলঙ্ক রাত,
অবরোধ ভেঙে জোরকদমে জলসা,
খেলা খেলা, - সর্বতো মঙ্গল।

এরকম স্মার্টনেস চাই না

শ্যামল বণিক অঞ্জন

নিজেকে স্মার্ট ভাবো তাই না?
এরকম স্মার্টনেস শোন আমি চাই না।
সুন্দর বাংলাকে বিকৃত করে
হতে চাও গর্বিত ভাবখানা ধরে!
বন্ধুকে মাম্মা আর চাচা বলে ডেকে
ওযাও আর সরি বলে উঠো থেকে থেকে!
ভাইকে ব্রো বলে বোনকে সিস
প্রকৃত স্বাদ তার করছো তো মিস!
মুখ বাঁকা করে বলে মায়েরই ভাষা
নিজেকে স্মার্ট ভেবে মিছে লোক হাসা।

ক্ষমার উদাত্তে মহীয়ান

কোমল দাস

হাঁটতে গিয়ে বাবলা কাঁটা
ঢুকলো নখের ফাঁকে,
কোত্থেকে এক বক এসে দেখ
হাগলো মাথার টাকে!

টাকের থেকে ঠোঁটে গড়ায় মল!
কষ্টে তখন চোখে আসে জল...
ভেবে এটাই ভাগ্য লিখন-
মনে আনি বল।

এমন সময় একটা ছাগল এসে,
গুতা মেরে লাফায় বীরের বেশে।
ছিটকে গিয়ে জলের মাঝে পড়ি
জলের মাঝে হায়রে গড়াগড়ি!

পায়ে দিলো মাগুর মাছে কাঁটা
কাঁপতে থাকে ভয়ে তখন -
আমার বুকের-পাটা!

কেঁদে-কেঁদে উঠি জলের পাড়ে
বক'টি তখন বসে আমার ঘাড়ে!
উদাস মনে বলি তখন আমি
ক্ষমা হলো সবার চেয়ে দামী...

আসল কথা আঙ্গুর ভীষণ টক!
তাতেই ক্ষমা পেলি রে তুই বক...

প্রেমের স্লোগান

সারমিন চৌধুরী

শেষ বিপ্লবে আমরা যখন রাজপথে হারিয়ে
প্রচন্ড তেষ্টায় জীবন প্রায় মৃত্যু!
তুমি ভীড় ঠেলে এসে বাঁপাশে রক্তে দিয়ে লিখলে
প্রেমের মৃত্যু নেই যতদিন আছে নক্ষত্ররাজি
মনে পড়ে সেইদিনের কথাগুলো?
চল আরেকটিবার শক্ত করে হাতটা ধরে
রঙেরঙে মুখরিত করি এই নশ্বর পৃথিবীকে
জেগে উঠুক অবিনশ্বর প্রেমের শ্লোগানে;
আসো রাজপথে দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে বলি
আমরা হারতে আসিনি,আমরা মরতে আসিনি
সঙ্গতায় বাঁচতে এসেছি পৃথিবীতে
আমরা এক, আমাদের সত্ত্বা এক।

অতীত স্মৃতি

সুপদ বিশ্বাস

হয়তো খোকা ভুলে গেছিস ছোট্টবেলার কথা,
সময় নিয়ে চিঠি পড়ে ভাবিস না অযথা।
বয়স যখন ছ'মাস চলে তোর মা মরে রোগে,
তখন থেকে তোকে নিয়ে পড়ি কী দুর্ভোগে।
খেটেখুটে চলতে হতো দিনআনা দিন খেয়ে,
তোকে তবু করবো মানুষ স্বপ্ন হৃদয় ছেয়ে।
তোর কারণে ভাবিনি আর অন্য কারো নিয়ে,
শত লোকের অনুরোধেও তাই করিনি বিয়ে।
তোর মায়েরই ইচ্ছে ছিলো প্রথম জন্মদিনে,
রঙিন জামা গায় পরাবে শহর থেকে কিনে।
দুমুঠো ভাত খেতে দেবে পাড়াপড়শি ডেকে,
মরলে মা তোর স্বপ্নগুলো যায় আঁধারে ঢেকে।
ছ'মাস পরে জন্মদিনে ছিলাম দিশেহারা,
তার স্মরণে পুঁতেছিলাম নারকেলের এক চারা।
ভেবেছিলাম অতীত স্মৃতি পড়বে যখন মনে,
যত্ন নেবো এই চারাটির আঁকড়ে ততক্ষণে।
কাঠি লজেন্স খাবি বলে থাকলে দু'হাত পেতে,
সাধ্যমতো দিতাম তোকে দু'চার খানা খেতে।
তোর মনে সেই কষ্ট কভু চাইনি দিতে আমি,
কারণ তখন তুই ছাড়া যে কেউ ছিলো না দামী।
পড়ালেখার সাথে সাথে উঠলি যখন বেড়ে,
অনিচ্ছাকে হার মানিয়ে তোকে দিলাম ছেড়ে।
তখন আমি একলা ঘরে যেতাম শুধু ভেবে,
শেষ জীবনে হয়তো দয়াল সুখকে ঠেলে দেবে।
সেই চারাটি ছোট্ট কোথায়?সেটাও এখন বড়ো,
চিন্তা হতো ফল দেবে কি করছে জা'গা জড়ো!
পড়ালেখা শেষ করে তুই চাকরি পেলি দূরে,
স্বপ্ন দেখি কাটবে সময় স্বাধীন ঘুরে ঘুরে।
চাকরিজীবী বৌমা পেলাম ভাগ্য কত ভালো,
দুঃখঘেরা এই জীবনে ভরবে সুখের আলো।
তোদের নিয়ে ব্যস্ত তোরা থাকলি আমায় ভুলে,
ধরে নিলাম সুখ তাহলে নেই এ মানবকূলে।
প্রথম প্রথম মাসের শেষে পাঠিয়ে দিতিস টাকা,
টাকা হলেই সব মিটে যায়? যায় কি সুখে থাকা?
ধীরে ধীরে তাও না পেয়ে ফেলাই চোখের পানি,
কপালপোড়া ভাগ্য আমার তা কি আমি জানি!
দুখের দিনে সেই গাছে যে উঠছে ফলে ভরে,
হাটবাজারে বেচতে চলি পড়লে পেকে ঝরে।
সেই টাকাতেই দিন চলে যায় কোনরকম খেয়ে,
অতীত স্মৃতি আঁকড়ে বাঁচি কুড়ানো সুখ পেয়ে!

রূপক

তন্ময় কবিরাজ

কিছু জঞ্জাল জমেছে এ শহরে
উড়ে এসেছে ছাই -
পাশেই লার্ভার জলে কীটের দাপট
সাফাইকর্মীর দল এসেছে
নগরে আজ সাহস,ভালো ঘুম হবে রাতে
তুমি জানো আজ আমি এসেছি
আমি ফিরে গেলে ওরা মিছিল করবে রাগে-
তুমি বিক্রি করেছ নিজের সুবিধা
আজ তারা দখল করেছে নদীমুখ
ভিত কাঁপছে,ইঁদুরের শুধু দাপাদাপি।

শেষ প্রত্যাশা

সমীর কুমার ভৌমিক

অনেক ভালোবাসা তোমার কাছে
প্রত্যাশা করে
অবজ্ঞা আর অবহেলা, ঘৃণায় আমি
সরে গেছি দূরে;
অন্য কোনো ভারী কিছুর আকর্ষণ
কক্ষচ্যুত করে নিয়ে গেছে তোমারে
হয়তোবা কোনো নতুন বিন্যাসের প্রয়োজনে
সরে গেছ ধীরে ধীরে - নতুন সংসারে
যেমন করে কূল ভাঙে নদী
আরও এক কূলের তরে,
সময়ের অভিঘাত হিসেবের জের
পরিণতি দান করে সমাজের বুকে
গতিতে লাগায় ফের,
আমি বড়ো অসহায় হিয়ে
সেই চোখমুখ নিয়ে
বসে আছি প্রিয়ে
বেশি কিছু প্রত্যাশা করে;
পাথরের মতো দিন - মাস- বছর
সাজাতে সাজাতে বুকের 'পরে
কখন যে পাথর কেটে
নদী হয়ে বয়ে গেছ দূরে
ওই দূর সমুদ্রের ভিতরে
তোমাকে পাইনা খুঁজে আর
অসংখ্য ঢেউ আর পুঞ্জীভূত ফেনার মাঝে
আরও আরও প্রসারিত হয়ে যাও
তোমাকে ধরে না আমার ক্ষুদ্র নীড়ে!
সেই ভালোবাসা - আশা
লবণাক্ত জলেতে ঠাসা
তলহীন অকূল সমুদ্রে ভাসা
হারিয়ে ফেলেছি সব প্রত্যাশা
হালভাঙা নাবিকের চোখে যে দিশা
শেষবার ! এই শেষবার !
আকণ্ঠ পিপাসা
দারুচিনি দ্বীপ - মণিমুক্তো ভরা
দীপ্তিময় সেই চোখ, সেই মুখ, সেই বুক
অনেক অতীত ঠেলে ভাসা-ভাসা
সব দীপ্তি ফুরিয়ে এলে
সেই মহাসন্ধিক্ষণে ধুপ দ্বীপ জ্বেলে
থেকে যাবে যারা তাদের চোখের আলোয়
জাগরিত হয়ে থাক আমার ভালোবাসা
তোমার কাছে এই আমার শেষ প্রত্যাশা!

রাজ্য

চোপড়াকাণ্ডে রিপোর্ট তলব রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ উত্তর দিনাজপুরে চোপড়ায় দম্পতিকে রাস্তায় ফেলে মারার ঘটনায় সরকারের তরফ থেকে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা জানতে চেয়ে রিপোর্ট তলব করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। জানা যায়, চোপড়ায় এক যুবকের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়ান এক তরুণী। আর সেই অপরাধেই সেই তরুণী ও তাঁর প্রেমিককে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মার মারে তাজমুল ওরফে জেসিবি। সেই ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। চোপড়কাণ্ডে ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা যায়, হাতে গোছা লাঠি নিয়ে রাস্তায় ফেলে তরুণীকে বারবার সজোরে আঘাত করছে এক যুবক। আর চিৎকার করছেন তরুণী। মারের চোটে তরুণী মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। কোনও প্রতিবাদ না করেই সেই দৃশ্য দেখছে সাধারণ মানুষ। লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দিঘলগাঁও এলাকায় প্রকাশ্য রাস্তায় এই ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, ওই তরুণী আসলে একজন গৃহবধূ। তিনি স্থানীয় বাসিন্দা। ভিডিয়োতে তার পাশে যে যুবককে দেখা যাচ্ছে সেই যুবকের সঙ্গেই তিনি বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলেন। তাই নিয়ে গ্রামে একটি সালিশি সভা ডাকা হয়েছিল। যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'ইনসাফ সভা'। সেই সভার নেতৃত্বে ছিল বাহুবলি জেসিবি। সেখানেই দুজনকে নৃশংসভাবে অত্যাচার করা হয়। শুধু তাই নয়, দুজনকে আর্থিক জরিমানা করা হয় বলেও জানা গিয়েছে। আরও জানা গিয়েছে, গ্রামে প্রায়ই সালিশি সভা ডাকা হয়। এদিকে এই গোটা ঘটনায় অভিযুক্ত তাজমুল ওরফে জেসিবিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়। এই সবের মাঝেই এই ঘটনা নিয়ে সরাসরি রাজ্যের তৃণমূল সরকারের দিকে আঙুল তুলেছিল বিরোধী বিজেপি। এই ঘটনার ভিডিয়ো পোস্ট করে বিজেপি নেতা অমিত মালব্য দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল শরিয়া বিচারালয় চালাচ্ছে। এদিকে জানা যায়, চোপড়া থানায় তাজমুলের বিরুদ্ধে অন্তত ১ ডজন অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু বিধায়ক ঘনিষ্ঠ হওয়ায় পুলিশ তার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করে না। এলাকায় বাহুবলী হিসাবে তার এমনই প্রতাপ যে লোকে জেসিবি বলে ডাকে। সালিশি সভায় দ্রুত বিচার দিতে তার জুড়ি নেই বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। এদিকে এই ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক হামিদুর রহমান বলেছিলেন, 'মুসলিম রাষ্ট্র অনুযায়ী কিছু নিয়ম ও ন্যায়বিচার আছে। যাইহোক, আমরা একমত যে যা ঘটেছে তা অনেকটা চরম ছিল। এখন এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমরা ঘটনার নিন্দা জানাই। কিন্তু মহিলাটিও অন্যায় করেছেন। তিনি তাঁর স্বামী, ছেলে ও মেয়েকে ছেড়ে শয়তান জানোয়ারে পড়িণত হন।' বিধায়কের এহেন মন্তব্যের জেরে দলের তরফ থেকে তাঁকে শোকজ করা হয়েছিল।

মাওবাদী অর্ণব পরীক্ষায় প্রথম, সেই পিএইচডির ভর্তি স্থগিত কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ মহা নাটাক। তবে কাকতালীয় কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের পিএইচডিতে ভর্তির দিন ছিল মঙ্গলবার। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অনির্দিষ্টকালের জন্য তা স্থগিত রাখা হল। সোমবার রাতে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। সেখানে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার ইতিহাসের পিএইচডির জন্য মেরিট-বেসড কাউন্সেলিং হচ্ছে না। কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'আনঅ্যাভয়েডবল সারকামস্ট্যান্সেস'। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে এমন কী ঘটল, যার জন্য ইতিহাসের এই কাউন্সেলিং বন্ধ রাখতে হল? প্রসঙ্গত, এই পিএইচডির প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন জেলবন্দি মাওবাদী নেতা অর্ণব দাম। মেধার ভিত্তিতে তিনিই অগ্রাধিকার পাবেন এই পিএইচডিতে। তবে এই বিজ্ঞপ্তি নিয়ে নানামহলে উঠছে প্রশ্ন। গত ২৯ ফেব্রুয়ারি শিলদাকাণ্ডে যাবজ্জীবন হয় অর্ণব দামের। প্রথমে পশ্চিম মেদিনীপুর সংশোধনাগারে রাখা হয়েছিল তাঁকে। এরপর ১৭ মার্চ হুগলি জেলা সংশোধনাগারে পাঠানো হয় অর্ণবকে। অর্ণবের বাবা অবসরপ্রাপ্ত বিচারক। অর্ণব খড়গপুর আইআইটির ছাত্র ছিলেন। তবে পড়তে পড়তেই মাওবাদী সংগঠনে নাম লেখান অর্ণব। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মেধাবী ছাত্র তখন কখনও লালগড়ে, কখনও ভিন রাজ্যের জঙ্গলমহলে। ২০১০ সালে শিলদা ইএফআর ক্যাম্পে মাওবাদী হামলা হয়। সেই ঘটনায় অর্ণব ওরফে কিষেণজির স্নেহভাজন বিক্রমের নাম জড়ায়। দোষী সাব্যস্ত হন তিনি, সাজাও পান। সেই অর্ণব জেল থেকেই পিএইচডি করতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন। এরপরই সম্প্রতি ২৫০ জনের সঙ্গে তিনিও পিএইচডি করার জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারভিউ দেন। গত সপ্তাহেই রেজাল্ট বেরোয়, তালিকায় প্রথমেই অর্ণব দামের নাম। এদিন ভর্তি হওয়ার কথা ছিল তাঁরও।

কুম্ভমেলা আর ২১ জুলাই কি এক হল? বিরোধীদের তোপে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ সামনে আর কয়েকটা পরেই ২১ জুলাই। উত্তরবঙ্গ-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাতারে কাতারে মানুষ আসবে ধর্মতলায়। এই বিপুল জনস্রোতকে সামাল দিতে হবে রেলকেই। নবান্নে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রেলের সঙ্গে বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে মুখ্যসচিবকে আলোচনা করার নির্দেশও দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "একুশে জুলাই আমাদের বড় অনুষ্ঠান হয়। আমরা ভাড়া চাইলেই রেল আমাদের থেকে টাকা নেয়। সেদিন রাশ ক্লিয়ার করা কিন্তু রেলের দায়িত্ব।" মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, তিনি যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন তখন কুম্ভমেলা থেকে অনেক জায়গায় রাশ ক্লিয়ার করার কাজ করেছেন। তাঁর মতে, এটা রেলের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। যদি কোথাও বাড়তি রাশ হয়, সেটা ক্লিয়ার করতে হবে। সে বার বার রেল চালিয়ে হোক বা বগি বাড়িয়ে। আর এই নিয়েই মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধেছেন বিরোধী নেতরা। বিশেষ করে বিজেপি নেতাদের দাবি। একটা দলীয় অনুষ্ঠান, আর একটা কোটি কোটি মানুষের আস্থার বিষয়কে গুলিয়ে ফেলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেউ কেউ আবার বলছেন দল আর সরকারের ফারাক করছেন না রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আবার অনেকের মতে ২১ জুলাই আর দলের প্রোগ্রাম নেই, তৃনমূল এটাকে সরকারি অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত করে ফেলেছে। ওই দিন শহর ও শহরতলির মানুষকে চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়।

স্বামী-স্ত্রীর সমস্যা সমাধানের নামেও তৃণমূলের দাদাগিরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ ফের রাজ্যে সালিশি সভা ডেকে নীতিপুলিশি এবং মারধর! ফের অভিযুক্ত রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ মেটাতে সালিশি সভা ডেকে স্বামীকে মারধর এবং ভাঙচুরের অভিযোগ হাওড়ার সাঁকরাইলে। অভিযুক্ত পাঁচলার জুজুরসাহা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধান শেখ খলিল আহমেদ। সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত কান্দুয়ার ব্যবসায়ী সাহাবুদ্দিন সেপাই। মেয়ের বিয়ে নিয়ে সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে স্ত্রীর মনোমালিন্য হয়। কিছু দিন আগে স্ত্রী রাগ করে মেয়েকে নিয়ে সাহাবুদ্দিনের বাড়ি ছেড়ে নিজের বাপের বাড়ি চলে যান। সমস্যা মেটাতে সোমবার সন্ধ্যায় সাহাবুদ্দিনের বাড়িতে একটি সালিশি সভা ডাকা হয়। সাহাবুদ্দিনের অভিযোগ, সেই সময় উপপ্রধান খলিলের নেতৃত্বে ১৫ থেকে ২০ জন যুবক আসে। তাঁরা আলোচনার পর সাহাবুদ্দিনকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ এবং মারধর করেন। তার পরেও না কি সালিশি পর্ব চলতে থাকে। অভিযোগ, এর পর খলিল ফোন করে তাঁর দলবলকে ডেকে পাঠান। সেই সময় ঘটনাস্থলে দু'টি ম্যাটাডোর এবং ৫০টি বাইকে করে প্রায় ১৫০ জন সাহাবুদ্দিনের বাড়িতে উপস্থিত হন। তাঁদের অধিকাংশের হাতে লাঠি, রড, ছুরি এবং ভোজালি ছিল বলে অভিযোগ। তাঁরা ওই বাড়ি চড়াও হয়ে হামলা চালান। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন কান্দুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য আরিফ সেপাই। তিনি বলেন, মীমাংসা করার নামে যে খলিল এবং তার দলবল এই রকম ঘটনা ঘটাবে, সেটা বোঝা যায়নি।"

এক ধাক্কায় বন্ধ হবে প্রায় ২৫০০ বেসরকারি বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ মহানগরে গণপরিবহনে বড় ধাক্কা। চলতি মাস থেকে পুজো অবধি, শহর কলকাতায় বসতে চলেছে প্রায় দু'হাজারের বেশি বাস। হাওড়া ও কলকাতার মধ্যে চলাচল করে এমন একাধিক রুট কার্যত ধুঁকতে শুরু করেছে। বেসরকারি বাস মালিকদের বক্তব্য, তাঁদের হাতে নতুন বাস নামানোর অর্থ নেই। পুজোর আগে গণপরিবহণে ধাক্কা। কলকাতা ও শহরতলিতে কমতে চলেছে বাস। ১৫ বছরের গেরোয় বসে যেতে চলেছে ২৫০০ বাস। শহরে প্রায় ৪ হাজার বেসরকারি বাস চলে। এর মধ্যে আদালতের নির্দেশে আরও ২৫০০ বাস বসে গেলে গণপরিবহনে বাড়বে সমস্যা। নতুন বাস রাস্তায় নামাতে প্রস্তুত নয় বাস মালিকরা। কোভিডের কারণে দু'বছর রাস্তায় নামেনি সব বাস। এক্ষেত্রে বাস মালিকেরা চাইছেন সরকার ব্যবস্থা নিক। কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় যে, ১৫ বছরের বয়ঃসীমা পেরিয়ে গেলে আর কোনও বাস কলকাতা শহর বা কেএমডিএ এলাকায় চালানো যাবে না। আদালতের রায়ে ২০২৪ সালের ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে ১৫ বছর বয়ঃসীমা পার হওয়া বাসগুলি বন্ধ করে দিতে হবে। পরিবহণ দফতরের একটি সূত্র জানাচ্ছে, বর্তমানে কলকাতায় প্রতি দিন চার থেকে পাঁচ হাজার বেসরকারি বাস চলে। কিন্তু আদালতের নির্দেশ কার্যকর হলে আর মাস ছয়েক পরে এই সংখ্যা অর্ধেকে নেমে আসবে বলে আশঙ্কা করছেন বেসরকারি বাস মালিকেরা। ২০০৯ সালে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত এক মামলায় হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছিল ১৫ বছরের বেশি কোনও বাস কলকাতায় চলবে না। ধাপে ধাপে ২০২৪ সালের ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে প্রায় ২৫০০ বাস কলকাতার রাস্তা থেকে উধাও হয়ে যাবে। ফলে শহরের একাধিক রুটে বাস চলাচল সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। মালিকদের দাবি, কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতির কারণে তাদের হাতে নতুন বাস নামানোর পয়সা নেই। নতুন গাড়ির মূল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা।

খানা-খন্দে ভরা ট্রাম লাইন যেন 'মরণফাঁদ'! ভাবনা রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ কলকাতা রাস্তায় যানজটের সমস্যা বেড়ে যাওয়া দু'কামরার ট্রাম চালানো নিয়ে আপত্তি জানায় কলকাতা পুলিশ। শহরের যানজট কমানোর জন্য তুলে দেওয়া হয় বেশ কিছু ট্রামের রুট। আবার কিছু ট্রামের রুট বন্ধ হয়েছে উড়ালপুল নির্মাণের স্বার্থে, আবার কোনও ট্রাম রুট উঠে গিয়েছে মেট্রো রেলের নির্মাণকার্যের জন্য। তবে বন্ধ হয়ে যাওয়া এমন কিছু রুট রয়েছে, যেখানে এখনও পরিষেবা শুরু করার মতো পরিকাঠামো রয়েছে। তাই পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে ট্রাম পরিষেবা চালু করার পক্ষপাতী ছিল পরিবহণ দফতরের একাংশ। কলকাতা শহরে ট্রাম পরিষেবার বর্তমান অবস্থা নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিল 'পিপল ইউনাইটেড ফর বেটার লিভিং ইন ক্যালকাটা' নামে একটি সংগঠন। রাজ্য সরকার কি কলকাতা থেকে ট্রাম তুলে দিতে চাইছে? ট্রাম নিয়ে সরকার কী নীতি নিয়েছে? এই সব প্রশ্নের উত্তর জানতে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছিল হাইকোর্ট। বর্তমানে মাত্র তিনটি রুটে চলছে পরিষেবা। বালিগঞ্জ–টালিগঞ্জ, ধর্মতলা-গড়িয়াহাট ও ধর্মতলা-শ্যামবাজার রুটেই চলাচল করে হাতেগোনা ট্রাম। খন্দে ভরা ট্রামলাইন, চলছে ঝুঁকির যাতায়াত শিয়ালদহ উড়ালপুল ও সূর্যসেন স্ট্রিটে ট্রাম লাইনের বেহাল দশা। এর জন্য বেশ কয়েক বার ছোট-বড় দুর্ঘটনাও ঘটে গিয়েছে। এতে গাড়ি চলাচলেও অসুবিধা হচ্ছে। দীর্ঘ দিন ধরে এই বেহাল অবস্থার জন্য ক্ষোভ বাড়ছে নিত্য যাত্রীদের। অভিযোগ স্বীকারও করে নিয়েছেন কলকাতা ট্রাম কোম্পানির বেশ কয়েক জন কর্তা। ট্রাম লাইনের পাশের পিচ উঠে গিয়েছে। বেরিয়ে পড়েছে নীচে থাকা পাথর, ইট। লাইনের দু'পাশে কয়েক ফুটের গর্ত হয়ে গিয়েছে। জমে রয়েছে জলও।

ক্রীড়া-সংবাদ

বিশ্বকাপ জিতে কে কত টাকা পাচ্ছেন!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ যশস্বী জয়সোয়াল, সঞ্জু স্যামসন ও যুজবেন্দ্র চাহাল—ভারতের বিশ্বকাপ দলে থাকলেও এ তিনজনের কেউই ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজুড়ে দলের সঙ্গে ঘোরাঘুরিতেই সময় কেটেছে তাঁদের। মাঝেমধ্যে অন্যদের বদলি হিসেবে কিছুক্ষণের জন্য ফিল্ডিংই করেছেন শুধু। ম্যাচ খেলতে না পারলেও ভারতের বিশ্বকাপ দলে থাকার সুবাদেই ৫ কোটি রুপি করে পুরস্কার পেয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। ১৭ বছর পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পর ভারতের ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই পুরো দলের জন্য মোট ১২৫ কোটি রুপি অর্থ পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। এর মধ্যে ১৫ সদস্যের দলে থাকা প্রত্যেকে পাবেন ৫ কোটি রুপি করে। তবে বিশ্বকাপ দলের সঙ্গে থাকা সবাই একই পরিমাণ অর্থ পাচ্ছেন না। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে যাওয়া দলটির মোট সদস্যসংখ্যা ৪২। বিশ্বকাপ জয়ের পরপর ঘোষণা করা অর্থ পুরস্কারের কে কতটুকু পাবেন, সেটি চূড়ান্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১৫ খেলোয়াড়ের সঙ্গে প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়ও পাচ্ছেন ৫ কোটি রুপি। কোচিং স্টাফে আরও ছিলেন ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর, ফিল্ডিং কোচ টি দিলিপ ও বোলিং কোচ পরশ মামব্রে। তাঁদের সবাই পাবেন আড়াই কোটি রুপি করে। আর খেলোয়াড় বাছাই করেছেন যাঁরা, অজিত আগারকারের নেতৃত্বাধীন সেই নির্বাচক কমিটির প্রত্যেকে পাবেন ১ কোটি রুপি করে। ভারতের ৪২ সদস্যের বিশ্বকাপ দলে ছিলেন তিনজন ফিজিও, তিনজন থ্রোডাউন স্পেশালিস্ট, দুজন মালিশকারী এবং স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ। তাঁদের সবাইকে দেওয়া হবে ২ কোটি রুপি করে। দলের সঙ্গে নিয়মিত না থাকলেও রিজার্ভ খেলোয়াড় হিসেবে ডাক পাওয়া রিংকু সিং, শুবমান গিল, আবেশ খান ও খলিল আহমেদদের দেওয়া হবে ১ কোটি রুপি করে। এ ছাড়া ভিডিও অ্যানালিস্ট, মিডিয়া অফিসারসহ বিসিসিআইয়ের স্টাফদেরও পুরস্কৃত করা হবে। এ বিষয়ে বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র বলেছে, 'খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফদের পুরস্কারের পরিমাণ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবাইকে ইনভয়েস (চালান) জমা দিতে বলা হয়েছে।' বিসিসিআইয়ের বাইরে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ সিন্ধে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী দলের জন্য ১১ কোটি রুপি অর্থ পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন। এবারের আগে ভারত সর্বশেষ আইসিসি টুর্নামেন্ট জিতেছিল ২০১৩ সালে। তখন চ্যাম্পিয়নস ট্রফিজয়ী মহেন্দ্র সিং ধোনির দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে ১ কোটি রুপি করে অর্থ দিয়েছিল বিসিসিআই। সাপোর্ট স্টাফদের দেওয়া হয়েছিল ৩০ লাখ রুপি করে। ২০১১ সালে ধোনির নেতৃত্বে ৫০ ওভারের ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী দলের খেলোয়াড়েরা পেয়েছিলেন ২ কোটি রুপি করে

আটকে আছে 'বেতনের আলোচনায়'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ বিশ্বকাপ জয়ের উৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই মাঠে নেমে পড়েছে ভারত। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে খেলছে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এই সিরিজে অবশ্য বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে বিশ্বকাপে খেলা বেশির ভাগ খেলোয়াড়কে। আর রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি ও রবীন্দ্র জাদেজা তো আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায়ই বলে দিয়েছেন। কোহলি-রোহিতকে ছাড়া টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ভারতের নতুন যুগের শুরুটা হয়েছে আবার প্রধান কোচ ছাড়াই। রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের চুক্তি ছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত। তিনি আর চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে চাননি। বিশ্বকাপ জয়ের দিন থেকেই তাই কোচশূন্য হয়ে পড়ে ভারত। দ্রাবিড়ের উত্তরসূরি হওয়ার পথে অনেকটাই এগিয়ে আছেন গৌতম গম্ভীর। ভারতের কোচ হতে চেয়ে তাঁর সঙ্গে আবেদন করেছেন ডব্লু ভি রমনও। এরই মধ্যে রমন সাক্ষাৎকার দিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু ভারতের সংবাদমাধ্যমসহ বিসিসিআইয়ের বিভিন্ন সূত্র বলছে, গম্ভীরই হবেন দলের পরবর্তী প্রধান কোচ। কিন্তু নিরঙ্কুশভাবে এগিয়ে থাকার পরও গম্ভীরকে প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ঘোষণা এখনো দিচ্ছে না কেন ভারতের ক্রিকেট বোর্ড—এ প্রশ্নটা অনেকের মনেই জেগেছে। সংবাদমাধ্যমগুলো এর একটি কারণ খুঁজে বের করেছে। কী সেই কারণ? বিসিসিআইয়ের সঙ্গে বেতন নিয়ে আলোচনায় এখনো কোনো সমঝোতায় আসতে পারেননি গম্ভীর। এ কারণেই ঘোষণাটা এখনো আসছে না। সদ্য বিদায় নেওয়া দ্রাবিড়ের বার্ষিক বেতন নাকি ছিল ১২ কোটি রুপি। আলোচনা করে গম্ভীর এটা কত করতে পারেন, সেটাই এখন দেখার বিষয়। দ্রাবিড়ের উত্তরসূরি হওয়ার পথে অনেকটাই এগিয়ে আছেন গৌতম গম্ভীর।

'পাকিস্তানে ক্রিকেট এখনও শখ'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ব্যর্থ পাকিস্তান। ওয়ানডে বিশ্বকাপে প্রথম রাউন্ডের সীমানা পেরিয়ে সেমিফাইনালে উঠতে পারেনি তারা, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পারেনি গ্রুপ পর্ব পেরিয়ে সুপার এইটে উঠতে। এ নিয়ে হা-হুতাশ আর বিশ্লেষণ এখনো চলছে পাকিস্তানের ক্রিকেট মহলে। সেটারই অংশ হিসেবে রশিদ লতিফ দিয়েছেন নতুন তত্ত্ব। পাকিস্তান কেন ক্রিকেটে এগোতে পারছে না—তাঁর তত্ত্ব সেটি নিয়েই। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ফাইনালে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জেতা ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে পার্থক্য কোথায়—সেটিও বলেছেন রশিদ লতিফ। পাকিস্তানের সাবেক উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান রশিদ লতিফ ভারতের ক্রিকেট কাঠামোর প্রশংসা করে বলেছেন, 'ভারত তাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির মতো ক্রিকেট ইন্ডাস্ট্রির উন্নয়ন করেছে। আমরা ক্রিকেটকে এখনো শখ হিসেবেই দেখছি। এ কারণেই আমরা এটাকে ব্যবসায় রূপ দিতে পারছি না।' সামনে এগিয়ে যেতে না পারার উদাহরণ হিসেবে রশিদ লতিফ পিএসএলের কথা বলেছেন, 'পিএসএল যেখান থেকে শুরু হয়েছিল, এখনো সেখানেই পড়ে আছে। সর্বোচ্চ বেতন সীমা ১ লাখ ৪০ হাজার ডলার। তারা এটাকে কেন আর বাড়াতে পারছে না? আমরা কেন মিচেল স্টার্ক বা প্যাট কামিন্সের মতো খেলোয়াড় পাই না? কারণ, আমাদের অর্থ নেই, তাই ব্যবসাও নেই।' ভারত যে সফলভাবে আইপিএলে রিকি পন্টিংর মতো বিদেশি কোচদের নিয়োগ দিতে পারছে এবং এটা যে তাদের ক্রিকেটকে বিশ্বদরবারে আরও এগিয়ে নিচ্ছে, রশিদ সেটাও তুলে ধরেছেন, 'এমন নয় যে ভারত বিশ্ব ক্রিকেটে পরাশক্তি হয়েছে এই বিশ্বকাপের পর বা সাম্প্রতিক সময়ে। ২০০৭, ২০১১, ২০১৫ সালের দিকে তাকান। তারা বিদেশি কোচদের কাছ থেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছে। একই সময়ে তারা তৃণমূলেও কাজ করছে।' ভারতের ক্রিকেটের তরতরিয়ে এগিয়ে যাওয়া নিয়ে এরপর রশিদ লতিফ আইপিএল, পিএসএল আর বিপিএলের তুলনাও টেনেছেন।

'বিরক্ত হলে ফ্রান্সের খেলা দেখার দরকার নেই'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ একেবারেই বিপরীতমুখী ফুটবল খেলে এবারের ইউরোয় সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে ফ্রান্স ও স্পেন। ফ্রান্সের খেলার ধরন ফুটবলপ্রেমীদের সেভাবে আনন্দ দিতে পারেনি। এমনকি এখন পর্যন্ত ওপেন প্লে (ফ্রি-কিক, পেনাল্টি-আত্মঘাতী গোলের বাইরে) থেকে ফরাসিরা গোল করতে পারেনি। অন্য দিকে স্পেন উপহার দিয়েছে নান্দনিক ফুটবল। প্রতিপক্ষের ওপর ছড়ি ঘোরানোর পাশাপাশি ফলও নিজেদের পক্ষে নিয়েছে তারা। এ দুই দল আজ রাত একটায় মুখোমুখি হবে ইউরোর সেমিফাইনালে। ম্যাচের আগে দুই দলের কোচকেই ফ্রান্সের খেলার ধরন নিয়ে প্রশ্ন শুনতে হয়েছে। ফ্রান্স বিরক্তিকর ফুটবল খেলছে কি না, এমন প্রশ্নে সাংবাদিককেই পাল্টা আক্রমণ করেন দেশম। বিপরীতে ফ্রান্সের খেলার ধরন 'বিরক্তিকর' তা নিয়ে না ভেবে নিজেদের কাজটাই ঠিকঠাক করতে চান স্পেনের কোচ দে লা ফুয়েন্তে। ইউরোতে এখন পর্যন্ত নিজেদের সেরাটা উপহার দিতে পারেনি ফ্রান্স। তবে এর পরও দলটির সেমিফাইনাল পর্যন্ত আসতে খুব বেশি সমস্যা হয়নি। যে কারণে নিজেদের খেলা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না কোচ দেশমও। দলের খেলা বিরক্তিকর কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে ফরাসি কোচ বলেন, 'আপনি যদি বিরক্ত হন, তবে আপনার অন্য কোনো খেলা দেখা উচিত। আমাদের খেলা দেখার দরকার নেই। এটাই ভালো। এই ইউরো বিশেষ কিছু। সবার জন্যই এটি অনেক কঠিন। এটি আগের মতো সহজ নেই। তবে আমাদের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, ফ্রান্সের নারী-পুরুষদের ইতিবাচক ফলের মধ্যে নিয়ে আনন্দ দেওয়া।' একই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল স্পেনের কোচ দে লা ফুয়েন্তেকেও। তিনি অবশ্য ফ্রান্সের খেলা নিয়ে কথা বলার কেউ না বলে জানিয়েছেন। 'ফ্রান্সের খেলাকে বিরক্তিকর বলার আমি কেউ না। আমরা যা বিশ্লেষণ করছি, তা হলো প্রতিপক্ষের শক্তি-সামর্থ্য।' স্পেন এই মুহূর্তে নান্দনিক ফুটবল খেললেও ফল না এলে তা মূল্যহীন বলে মন্তব্য করেছেন স্প্যানিশ এই কোচ, 'আমাদের ভাবনা হচ্ছে, সমর্থকদের আনন্দময় অভিজ্ঞতা উপহার দেওয়া'।

নিরাপদ নয় জার্মানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ টনি ক্রুস এখন পূর্ণ অবসরে। ইউরোর আগে ক্লাব ফুটবল ছেড়েছেন। গত শুক্রবার ইউরোর কোয়ার্টার ফাইনালে স্পেনের কাছে জার্মানির হারের মধ্য দিয়ে ক্রুসের আন্তর্জাতিক ফুটবলেরও সমাপ্তি ঘটেছে। গতকাল ইনস্টাগ্রামে বার্তা দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ফুটবলকে বিদায়ও জানিয়েছেন ক্রুস। তবে স্পেন-জার্মানি ম্যাচের আগে ডানপন্থী হিসেবে পরিচিত একটি পডকাস্টের সঙ্গে কথা বলেছিলেন ক্রুস। সেখানে অভিবাসননীতি নিয়ে জার্মানির সমালোচনার পাশাপাশি বিশ্বকাপজয়ী সাবেক এই মিডফিল্ডার বলেছেন, তাঁর মেয়ে স্পেনেই নিরাপদ। ক্রুস অভিবাসীদের জার্মানিতে স্বাগত জানিয়েছেন ঠিকই, তবে বিশাল পরিমাণ অভিবাসীদের ব্যবস্থাপনায় জার্মানি সফল হতে পারেনি বলে মনে করেন তিনি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম 'টেলিগ্রাফ' গতকাল এ নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানিয়েছে, স্পেনের সঙ্গে ম্যাচের আগে এই সাক্ষাৎকার রেকর্ড করা হয়। তখন স্পেন ও জার্মানির মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে সাক্ষাৎকার যিনি নিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে ক্রুস একটি ব্যাপারে একমত হন, সেটি হলো জার্মানিকে দেখে মনে হয়, দেশটি 'নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে'। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে পাঁচবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন ক্রুস। জার্মানির হয়ে জিতেছেন ২০১৪ বিশ্বকাপ। জার্মানির নিয়ন্ত্রণ হারানোর ব্যাপারে পডকাস্টে ৩৪ বছর বয়সী সাবেক মিডফিল্ডার বলেন, 'কয়েক বছরের ব্যবধানে কিছু ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ হাত ফসকে গিয়েছে এবং এর কারণও আছে। আমার মতে, এর কারণটা হলো আমরা তাদের (অভিবাসী) ভিড়ে চাপা পড়ছি।' অভিবাসীদের জার্মানিকে বেছে নেওয়াকে ক্রুস 'গ্রেট' বললেও তারপর বলেছেন, 'এটা একদমই নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে।' ক্রুস এরপর বলেছেন, 'আমি মনে করি, আমরা এটা (অভিবাসী) ঠিকঠাক দেখভাল করতে পারিনি। এমনিতে খুবই (অভিবাসীদের নেওয়া) ইতিবাচক ব্যাপার, এক হাজার শতাংশ সমর্থন দিই। কারণ, এটা দারুণ কিছু যে মানুষ বাইরে থেকে আমাদের কাছে এসে সুখে থাকছে।' ক্রুস ভেবেছিলেন, অভিবাসনের প্রভাবকে 'খাটো করে দেখা হচ্ছে' এবং 'শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে'। ক্রুস ব্যাখ্যা করেন, 'যখন অনেক মানুষ আসে, তখন সেখানে একটি অংশ থাকে যারা আমাদের জন্য ভালো নয়, জার্মানদের মধ্যেও এমন অংশ আছে।' অভিবাসন নিয়ে জার্মানদের দৃষ্টিভঙ্গি এখন বিভক্ত বলেও মন্তব্য করেন ক্রুস। ২০১৫ সালে জার্মানির তৎকালীন চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেল লাখো শরণার্থীদের জার্মানিতে ঢোকার অনুমতি দেওয়ার পর থেকেই এ ব্যাপারে জার্মানদের চিন্তাভাবনা বিভক্ত হয়ে পড়ে বলে জানিয়েছে টেলিগ্রাফ। ফ্রান্সের তারকা ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপ্পে এর আগে অভিবাসী নিয়ে 'উগ্রবাদী'দের প্রত্যাখ্যান করার কথা বলার পর এ বিষয়ে কথা বললেন ক্রুস। অবশ্য ফরাসি তারকার সে কথার জবাবে ফ্রান্সের রাজনীতিবিদ মেরিন লো পেন বলেছিলেন, ফরাসি অভিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এমবাপ্পে 'একটু বেশিই ধনী'। ক্রুস জানিয়েছেন, রিয়াল থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি স্পেনেই থাকবেন।

বক্স অফিস

এবার হিন্দি সিরিজেও বাবাইদা আর মেহুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ বাবাইদা আর মেহুলের গল্প এবার হিন্দি ভাষায়। তাও আবার ওয়েব সিরিজের আকারে। পরিচালনায় রাজ চক্রবর্তী নিজেই। ডিজনি প্লাস হটস্টারে রিলিজ করবে ‘পরিণীতা’ ছবির হিন্দি সংস্করণ। এক্স সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোষণা করলেন পরিচালক রাজ। রথের দিন জগন্নাথ দেবের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই সুখবর দিলেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বামী। জানালেন, খুব শীঘ্রই শ্যুটিং শুরু হবে। সূত্রের খবর, কলকাতার একাধিক জায়গায়, এবং শহরতলিতে শ্যুটিং হবে এই সিরিজের। তবে এখন প্রশ্ন, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, ঋত্বিক চক্রবর্তী অভিনীত প্রেমের এই ছবির হিন্দি সংস্করণে কারা অভিনয় করতে চলেছেন? দুই অভিনেতার নাম শোনা যাচ্ছে। যদিও তাঁরা কেউই নাকি শুভশ্রী বা ঋত্বিকের চরিত্রে অভিনয় করবেন না। সম্ভবত খলনায়ক গৌরব চক্রবর্তীর ভূমিকায় দেখা যাবে সুমিত ব্যাসকে। আদৃত রায়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারেন প্রিয়াংশু পাইনুলি। যদিও এই খবরে এখনও সিলমোহর পড়েনি। কিন্তু সিরিজে মুখ্য দুই ভূমিকায় কারা থাকবেন, সে বিষয়ে এখনও কিছু শোনা যায়নি কানাঘুষো। ২০১৯ সালের সুপারহিট এই প্রেমের ছবি তবে খুব শীঘ্রই হিন্দি ভাষাভাষি মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে।

পর্দার ‘জামাই’কে নিয়ে আবেগাপ্লুত টোটা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ পর্দায় শ্বশুর-জামাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন তাঁরা। অভিনেতাদ্বয়ের নাম টোটা রায়চৌধুরী এবং রণবীর সিং। করণ জোহর পরিচালিত ‘রকি অউর রানি কি প্রেম কাহিনি’ ছবিতে শ্বশুর-জামাইয়ের চরিত্রে কেবল অভিনয় করেননি, ‘ডোলা রে ডোলা’ নাচের তালে ঝড়ও তুলেছিলেন। দিন দুই আগে তাঁর মুম্বইয়ের সহ-অভিনেতাকে নিয়ে একটি দীর্ঘ পোস্ট শেয়ার করেছিলেন টোটা। হৃদয় নিংড়ে রণবীরকে আশীর্বাদ করেছিলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, “এই নির্দয় সময়ের প্রেক্ষিতে অপ্রয়োজনীয় রূপে ভাল। সর্বদা একটি স্মিত হাসি মুখে লেগেই আছে। আর সেই হাসিটা শুধু মুখ থেকে নিঃসৃত নয়, হৃদয় থেকে।” রণবীরকে নিয়ে কেন এমন মন-ছোঁয়া কথা লিখছেন টোটা? “ছেলেটা বড্ড ভাল। এই নির্দয় সময়ের প্রেক্ষিতে অপ্রয়োজনীয় রূপে ভাল। সর্বদা একটি স্মিত হাসি মুখে লেগেই আছে। আর সেই হাসিটা শুধু মুখ থেকে নিঃসৃত নয়, হৃদয় থেকেও। দেখা হলেই কষে জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন, ‘স্যার, হাও আর ইউ?’ তাঁকে পাল্টা একই প্রশ্ন করলেই উত্তর দেবে, ‘আই অ্যাম অলওয়েজ হ্যাপি!’ বলেই হাহা করে তাঁর সিগনেচার হাসিটা হাসবে। সেটে ওর প্রবেশ মাত্রই পরিবেশ বদলে যায়। পোড় খাওয়া গম্ভীর টেকনিশিয়ানদের মুখেও দেখি একটা হালকা হাসি। যেন আপন কেউ এসেছে। ড্যান্সাররা থাকলে তো কথাই নেই। হইহই করে ওকে ছেঁকে ধরবে আর ও মুম্বইয়া ভাষায় বলবে, ‘কেয়া রে পান্টার লোগ। কেয়া চল রহা হ্যায়? আজ ফোড় দেতে হ্যায়, চল।’ ওর জন্য টেকনিশিয়ান থেকে ড্যান্সার থেকে অ্যাক্টর-সকলে ২০০ শতাংশ দেয়। তবে ভোজবাজির মতো তার পরিবর্তন হয় পরিচালকের ‘অ্যাকশান’ ঘোষণা শুনেই। মুহূর্তের মধ্যে চরিত্রে রূপান্তরিত হয়। সেটা এতটাই আকস্মিক, অস্বাভাবিক ও নিখুঁত যে, বহুবার প্রত্যক্ষ করার পরও চমকে যাই, মুগ্ধ হই। বিরতিতে একবার একা পেয়ে আচমকা প্রশ্ন করেছিলাম, ‘তুমি দুঃখ পাও না?’ মুহূর্তের বিহ্বলতা কাটিয়ে চোখে চোখ রেখে জবাব দিয়েছিল, ‘কাউকে দেখতে দিই না, জানতে দিই না।’ বলেই একটি চওড়া হাসি। ‘রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি’ ছবির প্রিমিয়ারে শো শেষের পর এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছি। চারদিকে এত তারকা যেন নক্ষত্রমণ্ডল নেমে এসেছে।

আম্বানিদের অনুষ্ঠানে সলমনের গায়ে হলুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ বয়স যাই হোক না কেন, বলিউডের মোস্ট এলিজেবল ব্যাচেলর সলমন খান। বলিউডের সুলতান তিনি। কিন্তু বিয়ে করেননি। সল্লুর জীবনে প্রেম একাধিকবার এসেছে। কিন্তু ছাদনাতলায় তাঁর আর যাওয়া হয়নি। কিন্তু আম্বানিদের অনুষ্ঠানে ভাইজানের গায়ে হলুদ লেগেই গেল। তাহলে কি এবার বিয়ের পালা? ছবি দেখে প্রশ্ন অনুরাগীদের। অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্টের বিয়ের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন সলমন। জামনগের প্রি ওয়েডিং থেকে মুম্বইয়ে সঙ্গীত, সর্বত্র দেখা যাচ্ছে তাঁকে। এবার ছিল গায়ে হলুদের পালা। সেখানে সলমন এসেছিলেন কালো পাঠানি পরে। অনুষ্ঠান শেষে পাপারাজ্জির ক্যামেরার ধরা পড়লেন হলুদ পাঞ্জাবিতে। তাঁর সারা মুখে লেগেছিল হলুদ। তাতেই উচ্ছ্বসিত অনুরাগীরা। এবার তাহলে বিয়েটা হয়েই যাবে, এমনই আশা তাঁদের। অনেকেই জানতেন রোমানিয়ান মডেল ইউলিয়া ভান্তুরের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে সম্পর্কে সলমন। মনে করা হয়েছিল, তাঁকেই হয়তো জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেবেন। কিন্তু পরে নাকি সেই সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে যায়। যদিও আম্বানিদের অনুষ্ঠানেই সলমন-ইউলিয়াকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। সলমন তাঁর বিয়ে নিয়ে বিশেষ কোনও মন্তব্য প্রকাশ্যে করেন না। রসিকতা করেই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান তিনি। তবে এবিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়ে গিয়ে তাঁর বাবা সেলিম খান বলেছেন, “আসলে সলমন খুবই সহজ-সরল একজন মানুষ। খুব সহজেই সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বিয়ে করতে ভয় পায়। সলমন মনে করে, কোনও মেয়েই তাঁর মায়ের মতো সংসার গোছাতে পারবে না।

চুমু খেতে আদও ভালো লাগেনি

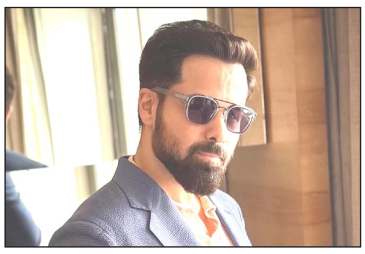

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৯ জুলাইঃ করণ জোহরের শো-তে বসে মল্লিকাকে শেরাওয়াতকে ‘ব্যাড কিসার’ তকমা দিয়েছিলেন ইমরান হাশমি। জানিয়েছিলেন, পর্দায় মল্লিকাকে চুমু খাওয়ার অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর ছিল না। ২০০৪ সালে মার্ডার ছবিতে দর্শক একসঙ্গে দেখেছিল দুজনকে। এই ছবিতে অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় করে রাতারাতি চর্চার কেন্দ্রে উঠে আসেন ইরমান ও মল্লিকা। ইমরানের কপালে জোটে ‘সিরিয়াল কিসার’ তকমা। মার্ডার ছবি জুড়ে ছিল যৌনতা এবং মুহুর্মুহু চুম্বনের দৃশ্য। পর্দায় তাঁদের রসায়ন জমলেও বাস্তবের ছবিটা ছিল একদম উলটো। মার্ডারের সেটেই নাকি তুমুল ঝামেলা হয়েছিল দুজনের। তারপর থেকে মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল ইমরান-মল্লিকার। মাস দুয়েক আগে সব দূরত্ব ভুলে কাছাকাছি আসেন তাঁরা। এক বিয়ের অনুষ্ঠানে হঠাৎ দেখা দুই পুরোনো সহকর্মীর। মল্লিকাকে দেখেই জড়িয়ে ধরেন ইমরান, একসঙ্গে পোজও দেন পাপারাৎজিদের জন্য। এপ্রিল মাসে আনন্দ পণ্ডিতের মেয়ের বিয়েতে ধরা পড়েছিল সেই দৃশ্য। এবার মল্লিকার সঙ্গে আবার কাজের ইচ্ছে প্রকাশ করলেন নায়ক। এক সাক্ষাৎকারে ইমরান হাশমি দুজনের ঝামেলা প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমাদের তখন বয়স অল্প, দুজনেই বোকা ছিলাম। আপনি আপনার জীবনের এমন একটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যান যখন আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এত সীমিত যে আপনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। কিছু বাজে কথা সে বলেছে আর কিছু আমি বলেছি। কিন্তু সেসব তো অতীত। আমরা সে সব একপাশে সরিয়ে রেখেছি। অনেক আগের কথা। ওর সঙ্গে দেখা করে খুব ভালো লাগলো। আমরা পরস্পরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছি। মল্লিকা এমন একজন সহ-অভিনেতা যার সঙ্গে আমি আবার কাজ করতে চাই’। মল্লিকার সঙ্গে বিয়ে বাড়িতে মোলাকাত প্রসঙ্গে ইমরান বলেন, ‘এটি খুব উষ্ণ এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল। অনেকদিন পর তাকে দেখলাম। আমার মনে হয় না আমাদের এমন এনকাউন্টার অনেকদিন হয়েছে। গত মাসে প্রযোজক অনন্ত পণ্ডিতের মেয়ের বিয়েতে দেখা করে ভালো লাগলো’। অনুরাগ বসুর ইরোটিক থ্রিলার ‘মার্ডার’ই ছিল ইমরান ও মল্লিকার প্রথম হিট ছবি। ভক্তরা তাদের সিজলিং কেমিস্ট্রি নিয়ে উচ্ছ্বসিত।